মহারাজ দেহরক্ষা করিয়াছেন। আমি সেই দিবসই রাত্রে ডাক গাড়ীতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলাম এবং ১১ই তারিখ প্রাতে আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, আশ্রমের গাভী সকলের চক্ষু হইতে জলধারা বর্ষণ হইতেছে। জানিলাম, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অন্তর্ধানের পর হইতেই ইহারা এইরূপ অশ্রুমোচন করিতেছে। আর দেখিলাম যে, আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধিকা জীউর মূর্তির নেত্র হইতে মন্দ মন্দ ভাবে অশ্রুর ন্যায় একপ্রকার রস নির্গত হইতেছে, এবং উভয় ঠাকুর বিগ্রহের মুখশ্রী অতিশয় মলিন ও দেখিতে অতি ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে এবং আশ্রমটি একেবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। জানিলাম, ৮ই তারিখ দিনের বেলায়ও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বেশ ভাল ছিলেন, কেবল বৈকালে নিয়মিত সময়ে সেই দিবস শৌচে যান নাই। মধ্যরাত্রের পর উঠিয়া তাঁহার গৃহে সুপ্ত সাধুস্বভাব রামফল নামক একটি পরিচারককে ডাকিয়া জল লইয়া পান করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন, "রামফল, লে ভাই! তেরা হাতকা জল বি অব্ পি লিয়া; অব্ তু শোয় যা, হাম বি অব্ যায়েঙ্গে।" রামফল তাঁহার এই সকল কথার যথার্থভাব তখন বিশেষরূপে অবধারণ করিতে পারে নাই, সুতরাং সে পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়ে। পরে কিছুকাল পর কাশীরাম নামক একটি ব্রজবাসী পাচক ব্রাহ্মণ এবং কাশীদাস নামক একটি সাধু উভয়ে হঠাৎ নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন আশ্রমের সমস্ত স্থান এক বৃহৎ জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। তদ্দর্শনে তাঁহারা উভয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তিনি আপন শয্যার উপর নিস্পন্দভাবে উপবিষ্ট হইয়া আছেন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ। তখন তাঁহারা শরীর স্পর্শ করিয়া দেখিলেন যে, সমস্ত শরীর বরফের ন্যায় শীতল; কেবল ব্রহ্মরন্ধ্র উষ্ণ। এই অবস্থা দেখিয়া কেহ কেহ বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সমাধিস্থ আছেন, কেহ কেহ বলিলেন যে, তিনি দেহ পরিত্যাগ করিতেছেন। যাহা হউক, কিছুকাল পরে প্রায় ভোরের সময় দেখা গেল যে ব্রহ্মরন্ধ্রের উষ্ণতাও দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে ৯ই তারিখ প্রাতে সাধু ও ব্রজবাসিগণ একত্র হইয়া যমুনার তটে সমারোহের সহিত লইয়া গিয়া তাঁহার দেহের সৎকার করিয়াছেন।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আমি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া এই সকল ঘটনা দেখিয়া ও শুনিয়া যমুনাতটে গিয়া দেখিলাম যে যমুনা স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শ্মশান স্থানকে আপন গর্ভস্থ করিয়াছেন। তখন জলমধ্য হইতে তাঁহার অস্থি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আশ্রমে স্থাপন করিলাম এবং পরে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তথা হইতে ঐ অস্থি আনিয়া ঐ মন্দির বাটীর এক স্থানে রক্ষা করিয়াছি।

স্থানীয় প্রথানুসারে ত্রয়োদশ দিবসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের উদ্দেশ্যে আশ্রমে ভাণ্ডারা করা হয়। সেই দিবস হইতে আশ্রমমস্থ শ্রীরাধিকাজীর নেত্র হইতে অশ্রুর ন্যায় রসধারা প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয় এবং উভয় দেবমূর্তির বদনের মলিনভাব অদৃশ্য হয়। পূর্বোক্ত প্রকার রসধারা কয়েক দিবস ধরিয়া বিগলিত হওয়াতে শ্রীরাধিকাজীউর নেত্র কিঞ্চিৎ বিরূপ হইয়া যায়, তজ্জন্য তাহা পরিবর্তন করিয়া অন্য নেত্র বসাইতে আমরা বাধ্য হইয়াছিলাম।

বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের মানবলীলা বিস্তার বিষয়ক ঘটনাবলী যেমন সাধারণ মানব-বুদ্ধির অগোচর, তদ্রূপ সেই লীলা সংবরণ সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীও মানব-বুদ্ধির অগম্য। আমি শেষবার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিবার সময় যে সকল কথা তিনি বলিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রকৃত মর্ম আমি, তৎকালে বোধগম্য করিতে পারি নাই এবং তাঁহার বাক্য নিষ্ফল হইল বলিয়া তাঁহার অন্তর্ধানের পর আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এইক্ষণ আমাকে ব্যবসায়ে কার্য হইতে অবসর করিয়া আনিয়া নূতন আশ্রমে বসাইবার পর বুঝিতেছি যে, তাঁহার বাক্য নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইবার নহে। বস্তুতঃ তাঁহার এই দেহত্যাগ কার্যও একটি লীলা মাত্র বলিলে অতুক্তি হয় না। তিনি যখন অদ্যাপি কোন কোন শিষ্যকে পূর্ববৎ সময় সময় দর্শন দিয়া বাক্যলাপ করিতেছেন, তখন তাঁহার যে মৃত্যু নাই এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যে লাভ করেন বলিয়া শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই অমরত্ব যে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের স্থল আর কি হইতে পারে? তিনি যখন জীবিতকালে একই সময়ে নানাস্থানে দর্শন দিয়া একই সময়ে বিবিধ ব্যবহার করিতেন, তখন তাঁহার কোন্ দেহের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিতে হইবে? এই ভারতভূমি বস্তুতঃই ধন্য; কারণ অদ্যাপি এবম্বিধ ব্রহ্মর্ষি এই ভূমিতে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মিকে পবিত্র করিতেছেন।

ইতি

ওঁ তৎ সৎ

পরিশিষ্ট

যে মহাপুরুষের চরিত্র এই গ্রন্থে কথঞ্চিৎ বিবৃত করা হইয়াছে তিনি ভারতবর্ষে সাধুসমাজে শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী ব্রজবিদেহী মহন্ত নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ও আচার্য ছিলেন। বঙ্গদেশে এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব অতি বিরল; অধিকাংশ লোকেই এই নামে যে একটি সম্প্রদায় আছে তাহা অবগত নহেন। অতএব অতি সংক্ষেপে এই সম্প্রদায়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ এইস্থলে দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে।

এই সম্প্রদায়ের প্রথম উপদেষ্টা আচার্য শ্রীশ্রী হংস ভগবান্ স্বয়ং। শ্রীশ্রী হংস ভগবান্ ব্রহ্মপুত্র আজন্ম ব্রহ্মচারীতেব্রতে স্থিত সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার ঋষিকে পরমার্থ বিদ্যা প্রথমে উপদেশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মোক্ষপ্রদ যে পরম যোগের বিষয় শ্রীশ্রী হংস ভগবান্ তাঁহাদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষরূপে বিবৃত আছে. তথায় এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে সর্বলোক পিতামহ কমলাসন ব্রহ্মার নিকট সনকাদিকে ঋষি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই সংসার জলধি অতিক্রম করিবার উপায় বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে কমলযোনি তাঁহাদের প্রশ্নের প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া ভগদ্ধ্যানপরায়ণ হইলে ভগবান্ তখন হংস মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানপূর্বক ঋষিগণকে পরম তত্ত্বের উপদেশ করেন। তৎপর সনকাদিক ভগবান্ মহর্ষি নারদকে এই পরাৎপর বিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন। মহর্ষি নারদ তাঁহাদিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া প্রশ্ন করিলে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষি যেরূপ পরম তত্ত্বের উপদেশ তাঁহাকে করিয়াছিলেন, তাহা সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে অতি বিশদ্‌রূপে বিবৃত আছে। মহর্ষি নারদের শিষ্য শ্রীভগবান্ নিম্বার্ক স্বামী। ইহার প্রকৃত নাম

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শ্রী ১০৮ নিয়মানন্দ স্বামী ; শ্রীভগবৎ চক্রাবতার বলিয়া তিনি সাধু সমাজে পরিচিত আছেন। "কথিত আছে যে একদা বহুসংখ্যক যতি অতিথিরূপে দিবাবসানে আচার্যের আশ্রমে উপস্থিত হয়েন ; তিনি যোগবলে তাঁহাদিগের আহার্যবস্তু সকল উপস্থিত করিলে তাঁহারা সূর্যাস্তের পর ভোজন করেন না বলিয়া জ্ঞাপন করাতে তাঁহারা অভুক্ত থাকিবেন দেখিয়া আচার্য ঋষি তাঁহার আশ্রমস্থ বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের চক্র আহ্বান করিয়া স্থাপিত করেন এবং সেই চক্র সূর্যের ন্যায় প্রভাবযুক্ত হইয়া অতিথি যতিগণের নিকট সূর্য বলিয়া প্রতিভাত হয়েন ; তদ্দর্শনে তাঁহারা ভোজন সামগ্রী গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন। পরন্তু তাঁহাদের ভোজন সমাপন হইলে, আচার্য সেই সুদর্শন চক্রকে প্রত্যাহার করিলে, অতিথি যতিগণ দেখিতে পান যে, তৎকালে রাত্রির চতুর্থাংশ অতীত হইয়াছে। এই অদ্ভুত ঘটনা হইতে আচার্যের নাম "নিম্বাদিত্য" হয়; নিম্ব বৃক্ষের উপরে আসীন হইয়া সূর্যকে ধারণ করিয়াছিলেন, এই অর্থে "নিম্বাদিত্য" অথবা "নিম্বার্ক" নামে তিনি প্রসিদ্ধ হয়েন।"

শ্রীনিম্বার্ক ভগবানের শিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রবর্তিত যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়, তাঁহারাই নিম্বার্ক সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই সম্প্রদায়কে হংস সম্প্রদায় এবং সন্ সম্প্রদায় নামেও পুরাণাদিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। হংস-ভগবান্ হইতে প্রথম প্রবর্তিত, এই নিমিত্ত নাম "হংস" সম্প্রদায়, এবং সনকাদি চতুঃসন হইতে পরম্পরারূপে আগত বলিয়া নাম "সন্" সম্প্রদায় এই সম্প্রদায় বিষ্ণু উপাসনা করেন। বিষ্ণু পুরাণে ষষ্ঠাংশের চতুর্থাধ্যায়ের ৩৮ ও ৩৯ সংখ্যক শ্লোকে উপাস্য বিষ্ণুস্বরূপ এই রূপে উক্ত হইয়াছে, যথা,ঃ

"প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি।। ৩৮
পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণু নাম্না স দেবেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে।। ৩৯

অস্যার্থঃ—ব্যক্ত-স্বরূপা (মহদাদি ক্ষিতি পর্যন্ত বিশ্বরূপা) এবং অব্যক্ত-স্বরূপা প্রকৃতি যাহার বিষয় আমি কীর্তন করিলাম এবং পুরুষ এতদুভয়ই

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পরমাত্মতে লয়প্রাপ্ত হয়।। ৩৮ ।।

পরমাত্মা সকলের আধার (আশ্রয়), তিনিই পরমেশ্বর বেদ ও বেদান্তে তিনিই বিষ্ণুনামে খ্যাত ৭।। ৩৯ ।।

এই বিষ্ণুই যাঁহাদের উপাস্য তাঁহারা বৈষ্ণব নামে খ্যাত পরামাত্মা বিষ্ণুর চতুর্বিধ রূপ আছে ; তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশের ৭ম অধ্যায়ে এইরূপ উক্তি আছে ঃ—

আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ।
ভূপ মূর্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ ।।৪৭।।

অস্যার্থ ঃ— হে ভূপ (বিষ্ণুপাসক পুরুষের) মনের আশ্রয় (ধ্যাতব্য) ব্রহ্ম ; ব্রহ্মের স্বভাবতঃ দ্বিবিধ রূপ আছে ; (এক দিকে) মূর্ত ও অমূর্ত, (অপর দিকে) পর ও অপর।

এই শ্লোকের শ্রীধর স্বামীকৃত টীকা এইরূপ আছে, যথা—,

চেতস আশ্রয়ো ব্রহ্মৈব ; তচ্চ মন্দমধ্যমোত্তমাধিকারিণাং যথাযোগ্যং মূর্তামূর্তপরাপরভেদেন চতুর্ধাবস্থিতং.....। মূর্তঃ মূর্তিমৎ। অমূর্তং তদ্রহিতং। তৎপুনঃ প্রত্যেকং পরঞ্চাপরঞ্চেতি দ্বিধা।। তত্র পরমমূর্তং নির্গুণং ব্রহ্ম ; অপরঞ্চামূর্তং ষড়্গুণেশ্বররূপং। পরং মূর্তং পদ্মনাভাদি লীলাবিগ্রহরূপং। অপরং মূর্তং হিরণ্যগর্ভাদি বিশ্বরূপং ।। ৪৭ ।।

অস্যার্থ ঃ— ব্রহ্মই মনের আশ্রয়। সাধকের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে এই (ধ্যেয়) রূপ মূর্ত ও অমূর্ত, এবং পর ও অপর, এই চারি প্রকার হয়। মূর্ত অর্থাৎ মূর্তিমান ; অমূর্ত অর্থাৎ তদ্রহিত। এই মূর্ত ও অমূর্ত পুনরায় প্রত্যেকে পর ও অপর এই দুই প্রকার। তন্মধ্যে পর অমূর্ত রূপই নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়েন, আর অপর অমূর্ত রূপ ষড়ৈশ্বর্যবিশিষ্ট ঈশ্বর রূপ। পদ্মনাভাদি লীলাবিগ্রহ রূপই পর মূর্তরূপ ; আর হিরণ্যগর্ভাদি বিশ্বরূপকে অপর মূর্ত রূপ বলা যায়।

পূর্বোক্ত পর ও অপর রূপের এবং অবিদ্যাশক্তির বর্ণনা ঐ অধ্যায়ে ৬০/৬১

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ইত্যাদি শ্লোকে করা হইয়াছে, যথা—

এতৎ সর্বমিদং বিস্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণো শক্তিসমন্বিতম্ ।। ৬০ ।।
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ।। ৬১ ।।
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যনুসন্ততান্ ।। ৬২ ।।
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন লক্ষ্যতে ।। ৬৩ ।।
অপ্রাণবৎসু স্বল্পাল্পা স্থাবরেষু ততোহধিকা।
সরীসৃপেষু তেভ্যোহন্যাপ্যতিশক্ত্যা পতত্রিষু ।। ৬৪ ।।

এতান্যশেষরূপস্য তস্য রূপাণি পার্থিব ।। ৬৭ ।।
যতস্তচ্ছক্তিযোগেন ব্যাপ্তানি নভসা যথা।
দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং মহামতে ।। ৬৮ ।।

অস্যার্থ ঃ—সমস্ত বিস্ব চরাচর সমস্ত জগৎ পরব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর শক্তির প্রকাশ (শক্তি সমন্বিত হইয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে) ।। ৬০ ।।

বি্ণুর তিন প্রকার শক্তি আছে ; তন্মধ্যে একটি শক্তিকে পরাশক্তি বলে ; তাঁহার ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিকে অপরাশক্তি বলে, তদ্ভিন্ন তৃতীয় আর একটি শক্তি আছে, তাহাকে অবিদ্যা নাম্নী কর্মশক্তি বলে ।। ৬১ ।।

হি রাজন্! সর্বগামিনী ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি (পুরুষ) এই কর্মশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে নিরন্তর নানাবিধ সংসারতাপ ভোগ করিয়া থাকে ।। ৬২ ।।

হে ভূপাল! এই কর্মশক্তি দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে প্রাপ্ত হওয়াতে পূর্বোক্ত ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি ন্যূনাধিকরূপে (বিভিন্ন পদার্থে) প্রকাশিত হয় ।। ৬৩ ।।

প্রাণহীন পদার্থে ঐ শক্তি অতি অল্প মাত্রায় প্রকাশিত থাকে ; স্থাবর

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

উদ্ভিজ্জাদিতে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, সরীসৃপ সমূহে তদপেক্ষা অধিক, পক্ষিগণে তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হয় ।। ৬৪ ।।

হে পার্থিব! এই সমস্ত রূপ অনন্তরূপী সেই বিষ্ণুরই রূপ ।। ৬৭ ।।

কারণ আকাশদ্বারা যেমন সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, তদ্রূপ বিষ্ণু শক্তিদ্বারা এতৎ সমস্ত ব্যাপ্ত। হে মহামতে! (সর্বব্যাপক) বিষ্ণুর ইহাই দ্বিতীয় ধ্যেয় মূর্তি ।। ৬৮ ।।

এইরূপ পশু, মনুষ্য, দেবতা হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত এই চিৎশক্তি ক্রমশঃ অধিক হইয়া বর্তমান আছে, পরন্তু এতৎ সমস্তই পরব্রহ্ম বিষ্ণুরই শক্তির বিকাশ মাত্র।

পূর্বোক্ত মূর্তামূর্তরূপে সম্বন্ধে ঐ অধ্যায়ের ৬৯ প্রভৃতি শ্লোকে এইরূপ বর্ণনা আছে, যথা ঃ—

অমূর্তং ব্রহ্মণোরূপং যৎসদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ! যত্র প্রতিষ্ঠাতাঃ ।। ৬৯ ।।
তদ্বিশ্বরূপ-রূপং বৈ রূপমন্যদ্ধরেমহৎ।
সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর ।। ৭০ ।।

অস্যার্থ ঃ—হে নৃপ! ব্রহ্মে যে অমূর্তরূপ তাহাই সৎশব্দের দ্বারা কথিত হয় ; সর্বপ্রকার শক্তিই এই সৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে ।। ৬৯ ।।

হে রাজন্! তদ্ভিন্ন মহৎ যে বিশ্বরূপ মূর্তি তাহা তাঁহার (হরির) অন্যতম রূপ ; তাহাই সমস্ত বিশেষ বিশেষ শক্তিসম্পন্নরূপ সকলকে প্রকাশিত করে ।। ৭০ ।।

বৈষ্ণবগণ এবম্প্রকার বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন। এই আরাধনায় যেরূপ বৈষ্ণবগণ প্রবৃত্ত হয়েন তৎসম্বন্ধে বিষ্ণু পুরাণে নিম্নলিখিত ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, যথা ঃ—

মূর্তং ভগবতোরূপং সর্বাপাশ্রয়নিস্পৃহম্।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এযাং বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্যতে ।। ৭৭ ।।
তচ্চ মূর্তং হরেরূপং যাদৃক্ চিন্তাং নরাধিপ।
তৎশ্রূয়তামনাধারে ধারণা নোপপদ্যতে ।। ৭৮ ।।
প্রসন্নচারুবদনং পদ্মপত্রোপমেক্ষণম্।
সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জ্বলম ।। ৭৯ ।। ইত্যাদি

চিন্তয়েত্তন্ময়া যোগী সমাধায়াত্মমানসম্।
তাবদ্‌যাবদ্দৃঢ়ীভুতা তত্রৈব নৃপধারণা ।। ৪৮ ।।

অস্যার্থ ঃ— অপর সর্ববিধ বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া যখন (সাধকের) চিত্ত ভগবানের মূর্তিনামে রূপের ধারণা করে, তখন তাহাকেই (প্রকৃত) ধারণা বলা যায়। ।। ৭৭ ।।

হে ভূপতে! অমূর্তরূপে ধারণা হইতে পারে না ; অতএব হরির যে মূর্তিমানরূপে ধারণা করিতে হয় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।। ৭৮ ।।

যাঁহার বদন প্রসন্ন ও মনোহর, যাঁহার নেত্র পদ্মপত্রসদৃশ, যাঁহার কপোলদেশ অতি রমণীয়, যাঁহার ললাটফলক সুবিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল ।। ৭৯ ।।

যোগী এইরূপ মূতিকে একাগ্রচিত্তে তন্মনা হইয়া যে পর্যন্ত ধারণা দৃঢ়ীভূত না হয় তাকৎকাল চিন্তা করিবে ।। ৮৪ ।।

ভদ্রূপ প্রত্যয়ায়ৈকা সন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা।
তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ! ।। ৮৯ ।।

অস্যার্থ ঃ— (ধারণা সিদ্ধ হইলে) যখন অন্য কোন বিষয়ে চিত্ত ধাবিত না হয়, কেবল ধ্যেয় ভগবৎরূপে ধারণাস্রোত অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে ধ্যান বলে। ইহা (যমনিয়মাদি) ষড়ঙ্গযোগ অবলম্বনে নিষ্পাদিত হয় ।। ৮৯ ।।

তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোহভিধীয়তে ।। ৯০ ।।
বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব।
প্রাপণীয়স্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ।। ৯১ ।।

অস্যার্থ ঃ— (অতঃপর) যখন ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় এই ত্রিবিধ কল্পনা বিরহিত হইয়া কেবল ধ্যেয়স্বরূপাকারে সাধকের চিত্ত অবস্থিতি করে, তখন তাহাকে সমাধি বলা যায়। মানসিক দৃঢ়রূপ ধ্যানদ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হয় ।। ৯০ ।।

হে ভূপতি! (এই সমাধি হইতে উপাস্যের স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় ; ইহাকেই বিজ্ঞান বলে)। এই বিজ্ঞানই পরে (স্বভাবতঃ) পরব্রহ্মকে প্রাপ্তি করায়। সর্বপ্রকার ভেদরহিত আত্মাই গন্তব্য (বলিয়া অবগত হও) ।। ৯১ ।।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বৈষ্ণব ভাগবতগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। উক্ত পুরাণের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণনা আছে, যথা ঃ—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভুতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ।। ৪৫ ।।
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ।। ৪৬ ।।
অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ।। ৪৭ ।।

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ।। ৫২ ।।
ত্রিভুবনবিভবহেতবেহপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ
স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ।। ৫৩ ।।

অস্যার্থ ঃ—যিনি সর্বভূতে সর্বাত্মা ভগবানেরই অস্তিত্ব দর্শন করেন, এবং

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সর্বভূতকে পরমাত্মা ভগবানে অবস্থিত দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতপ্রধান জানিবে ।। ৪৫ ।।

আর যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ভক্তে মিত্রভাব ও সাধারণ অজ্ঞজনে কৃপা এবং ভগবান ও তদ্ভক্তে অথবা নিজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তিতে উপেক্ষা-বুদ্ধি প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যম ভাগবত বলিয়া গণ্য হয়েন ।। ৪৬ ।।

(শ্রীধর স্বামী টীকায় বলিয়াছেন যে, এবংবিধ ভক্তকে মধ্যমাধিকারী এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে, তাঁহার ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয় নাই)।

যিনি কেবল প্রতিমাদিতে শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের নিমিত্ত পুজা করিয়া থাকেন পরন্তু তাঁহার ভক্তে এবং অপরের (ভগবদ্ভাব বুঝিতে না পারিয়া) পূজার্হতা উপলব্ধি করেন না, তাঁহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ ভক্তিমার্গে সাধারণভাবে প্রবিষ্ট ভক্ত বলিয়া অবগত হইবে ।। ৪৭ ।। (ইনি ক্রমশঃ উচ্চাধিকার লাভ করেন)।

যাঁহার (ধনপুত্রাদি) বিত্তাদিতে এমন কি নিজদেহে পর্যন্ত আত্মপর বোধ নাই, যিনি সর্বভূতে সমদর্শী এবং প্রশান্ত, তাঁহাকে ভগবতোত্তম বলিয়া জানিবে ।।৫২।।

যিনি অজিতাত্মা (হরিগত প্রাণ) দেবতাপ্রভৃতিরও দুর্লভ ভগবৎপদারবিন্দ হইতে লব নিমেষার্ধকালও চলচ্চিত্ত হন না, তাঁহাকেই অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া থাকেন, তিনিই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া জানিবে ।। ৫৩ ।। ইত্যাদি।

উদ্ধবকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভাগবদ্ধর্মানুষ্ঠান কি রূপে করিতে হয় তদ্বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ে নিম্নলিখিতরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ঃ—

শ্রীভগবানুবাচ ঃ—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্মান্ সুমঙ্গলান্।
যান্ শ্রদ্ধয়া চরন্মর্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জয়ম্ ।। ৮ ।।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কুর্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ ।। ৯ ।।
দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ।। ১০ ।।
পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্বযাত্রামহোৎসবান্।
কারয়েন্নৃত্যগীতাদৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ ।। ১১ ।।
মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্!
ঈক্ষেতাত্মানি চাতানং যথা খমমলাশয়ঃ ।। ১২ ।।

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোহচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারাঃ বিয়ন্তি হি ।। ১৫ ।।
বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ।। ১৬ ।।
যাবদ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ।। ১৭ ।।

অয়ং হি সব সর্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ।। ১৯ ।।

অস্যার্থ ঃ—শ্রীভগবান বলিলেন, হে উদ্ধব! মঙ্গলপ্রদ আমার যে সমস্ত ধর্ম মর্ত্য-মানব শ্রদ্ধাপূর্বক আচরণ করতঃ দুর্জয় মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন, আমি সেই ভগবদ্ধর্মসকল তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি ।। ৮ ।।

আমাতে মন ও চিত্ত অর্পণ করিয়া, এবং আমারধর্মযজনে মনের নিষ্ঠা স্থাপনপূর্বক, আমাকে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে স্মরণ করতঃ সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিবে ।। ৯ ।।

আমার ভক্ত সাধু ব্যক্তিগণ যে সকল পূণ্যময় দেশে বাস করেন, সেই সকল

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দেশকেই বাসের নিমিত্ত আশ্রয় করিবে, এবং দেবতা, অসুর ও মনুষ্য মধ্যে যাঁহাকে আমার ভক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের আচরণই অনুসরণ করিবে ।। ১০ ।।

একাকী অথবা আমার ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজোচিত উপচারের দ্বারা এবং নৃত্যগীতাদি সহকারে আমার উদ্দেশ্যে পর্যাত্রা মহোৎসবাদি করিবে ও করাইবে ।। ১১ ।।

এইরূপ করিতে করিতে নির্মল হইয়া সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে সর্বব্যাপী আকাশের ন্যায় প্রকাশমান আমাকে এবং স্বীয় অন্তরেও আমাকে আত্মরূপে স্থিত দর্শন করিবে ।। ১২ ।।

যে ব্যক্তি মনুষ্যমাত্রেই নিরন্তর আমার বিদ্যমানতা দর্শন করিতে পারেন, অচিরকালমধ্যে তাঁহার অহঙ্কার ও অপরের প্রতি স্পর্ধা, অসূয়া ও তিরস্কারবৃত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয় ।। ১৫ ।।

অপরের উপহাস ও মিত্রতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া, আমি উত্তম, উনি নীচ ইত্যাকার দৈহিক দৃষ্টি ও লজ্জাদি পরিহারপূর্বক কুকুর, চণ্ডাল, গো, গর্দভ পর্যন্ত সকলকে ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ।। ১৬ ।।

যাবৎকাল পর্যন্ত সর্বভূতে আমার সত্তার উপলব্ধি না হয় তাবৎকাল পর্যন্ত কায়মনোবাক্য এই প্রকার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিবে ।। ১৭ ।।

কায়মনোবাক্যে সর্বভূতে ভগবদ্ভাবের উপলব্ধি করাই আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন ।। ১৯ ।।

ভগবদ্ভক্তির কারণসমূহ নির্দেশ করিতে গিয়া উদ্ধবের প্রশ্নে ভগবান্ যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১৯শ অধ্যায় নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মানায় তেহনঘ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্ ।। ১৯ ।।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ।। ২০ ।।
আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ।। ২১ ।।
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা তচ বচসা মদ্‌গুণেরণম্।
মর্য্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামবির্জনম্ ।। ২২ ।।
মদর্থেহর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং মদ্‌ব্রতং তপঃ ।। ২৩ ।।
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোহন্যোহর্থোহস্যাবশির্য্যতে ।। ২৪ ।।

অস্যার্থ ঃ—হে পবিত্রহৃদয় উদ্ধব! ভক্তিযোগের বিষয় পূর্বেই আমি তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি। পরন্তু তোমার প্রীতির নিমিত্ত ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠ কারণসকল পুনরায় বর্ণন করিতেছি ।। ১৯ ।।

আমার অমৃতোপম কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্বদা আমার গুণকীর্তন, আমার পূজায় সম্যক্ নিষ্ঠা, নানাবিধ স্তুতিদ্বারা আমার স্তব করা, আমার পরিচর্যার আদর, সর্বাঙ্গের সহিত আমাকে নমস্কার এবং আমার ও আমার ভক্তের পূজা হইতে শ্রেষ্ঠ সর্বভূতে আমার সত্তা দর্শন ।। ২০।২১ ।।

আমার সেবার নিমিত্তই সমস্ত দৈহিক কর্মসম্পাদন, বাক্যদ্বারা আমারই গুণ বর্ণন, আমাতেই মনের সমাধান, অপর সর্ববিধ কামনা বর্জন ।। ২২ ।।

আমার নিমিত্ত অর্থ, ভোগ ও সুখের পরিত্যাগ, আমার নিমিত্ত যাগ, দান, হোম, জপ ও তপশ্চরণ ।। ২৩ ।।

হে উদ্ধব! আমাতে আত্মনিবেদনপূর্বক যে সকল মনুষ্য এই সকল ধর্ম আচরণ করেন, তাঁহাদিগের আমাতে ভক্তি সঞ্জাত হয়। তখন তাঁহাদিগের অন্য আর কিছু প্রাপ্তব্য থাকে না ।। ২৪ ।।

শৌচাচার তপশ্চরণ প্রভৃতি শস্ত্রোপদিষ্ট ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি বৈষ্ণবগণের

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অনাদর নাই। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা য় নানাস্থলে এবং অবশেষে ১৮শ অধ্যায়ের ৫ম ও ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীভগবান্ তদ্বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবগণ আদরের সহিত গ্রহণ করেন। পরন্তু তাঁহাদের আচরিত কর্ম সমস্তই শ্রীভগবৎসেবার্থক, তদ্দ্বারা পুণ্যবিশেষ অর্জন করা তাঁহাদের অভীপ্সিত নহে।

বৈষ্ণবদিগের পক্ষে শম-দমাদি যোগাভ্যাস এবং দানাদি ধর্মের সার কি, তদ্বিষয়ক প্রস্নের উত্তর ভগবান্ যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা ঐ ১৯শ অধ্যায়ে নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে; ইহাই বৈষ্ণবগণের আদর্শ। তদ্‌যথা ঃ—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসম্মর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ।। ৩৬ ।।
দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতম্।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনম্ ।। ৩৭ ।।
অন্যাচ্চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্তিতা।
কর্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে ।। ৩৮ ।।

শ্রীগুর্না নৈরপেক্ষাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ।
দুঃখং কাম সুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ ।। ৪১ ।।

দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোহজিতেন্দ্রিয়ঃ।
গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্যয়ঃ ।। ৪৪ ।।

কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ
গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তুভয়বর্জিতঃ ।। ৪৫ ।।

অস্যার্থ ঃ—ঈশ্বররূপ আমাতে বুদ্ধির যে নিষ্ঠা (স্থিরতা তাহাকে শম বলে, ইন্দ্রিয়সংযমের নাম দম, দুঃখসহিষ্ণুতার (দুঃখের প্রতি উপেক্ষা বুদ্ধির) নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থ ইন্দ্রিয়ের বেগ ধারণের নাম ধৃতি ।। ৩৬ ।।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সকল জীবের প্রতি বিদ্রোহাচরণ পরিত্যাগকেই দান বলে, কামনা ত্যাগের নামই তপস্যা, আপনার স্বভাবকে জয় করাই যথার্থ বীরত্ব এবং সর্বত্র সমদর্শনই সত্য ।। ৩৭ ।।

পণ্ডিতগণ সুনৃতা বাণীকে (সত্যবাক্যকে) ঋত নামে আখ্যাত করেন, কর্মে অনাসক্তির নামই শৌচ, আর সর্ব্বপ্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে ।। ৩৮ ।।

নিরপেক্ষতা প্রভৃতি গুণই পুরুষের শ্রী, সুখ-দুঃখের প্রতি ঔদাসীন্যই যথার্থ সুখ। কামসুখাপেক্ষাই দুঃখ, বন্ধ ও মোক্ষের তত্ত্ব যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত ।। ৪১ ।।

যিনি অসন্তুষ্টচিত্ত, তিনি দরিদ্র। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষই কৃপণ। যিনি বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত, তিনিই যথার্থ স্বাধীন এবং যিনি বিষয়াসক্ত তিনিই যথার্থ পরাধীন ।। ৪৪ ।।

গুণ ও দোষের বিশেষরূপে বর্ণনা আর অনাবশ্যক, এই পর্যন্ত জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে গুণ ও দোষ বলিয়া যে জ্ঞান তাহারই নাম দোষ এবং এতদুভয় বর্জনের নামই গুণ ।। ৪৫ ।।

মন যে পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্থির না হয়, সেই পর্যন্ত এবং বিধ উপাসনারূপ কর্মই বৈষ্ণবগণের অবলম্বনীয়। বস্তুতঃ নির্গুণ পরমাত্মরূপকে মন ধ্যেয়রূপে অবলম্বন করিতে পারে না ; সুতরাং সগুণ পরব্রহ্মকেই বৈষ্ণবগণ উপাসনা করিয়া থাকেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রূপই ব্রহ্মের সগুণ রূপ ; অতএব সকল রূপই ব্রহ্মবুদ্ধিতে বৈষ্ণবগণের ধ্যেয়। পরন্তু এতৎ সমস্ত রূপের মধ্যে ব্রহ্মের অবতার রূপের শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক এবং অবতার রূপের ভক্তিপূর্বক উপাসনা সর্বাপেক্ষা শীঘ্র ফলপ্রদ ও সহজ। এই নিমিত্ত অবতার রূপের

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

উপাসনাকেই মুখ্যরূপে বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান্‌ই নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ হইয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম বুদ্ধিতে তাঁহার ভজন ও তাঁহারই যাজন করেন এবং তাঁহাতেই আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন। এইরূপ ভজন করিতে করিতে যখন চিত্ত তন্ময়তাপ্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার গোলোকাধি পতিরূপ এবং সর্বময় সর্বাতীত ঈশ্বরূপ ও গুণাতীত গুণাশ্রয় অমূর্ত পরব্রহ্মরূপ আপনা হইতেই তাঁহাদের স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় এবং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন ঘটে (১)। এই ভগবদ্‌রূপের ধ্যান এমনি মঙ্গলজনক যে, যে কোন ভাবের সহিত ইহা চিত্তে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করা যায় না কেন, ইহা নিজ স্বতঃসিদ্ধ শক্তিতে সাধকের চিত্তের নির্মলতা সম্পাদন এবং অহংবুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্রতা তাহা হইতে দূর করিয়া দেয় এবং অনন্তরূপে ইহার প্রসারণ জন্মায়। তখন পরাভক্তি (অহেতুক

---

(১) দৃষ্টাতঃ মর্ত্য মনুষ্যদেহধারী শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ গুণাতীত সনাতন ব্রহ্মরূপে ধ্যান করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে এইরূপ বিতর্ক যেন কাহারও অন্তরে উপস্থিত না হয়। দৃশ্যমান সমস্তই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছুই নাই এবং হইতে পারে না ইহা সর্বশাস্ত্রসম্মত। মায়াবদ্ধ জীব ইহা ধারণা করিতে পারে না, তাহাতেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন প্রাকৃত বস্তু বলিয়া বোধ করে ; পরন্তু অবিদ্যাবিরহিত হইলে ভ্রম দূর হয়। এবঞ্চ সদ্রূপ ব্রহ্ম যে অখণ্ড ও সর্বদা পূর্ণ ইহা "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" ইত্যাদি শ্রুতি পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন। বিশেষতঃ যে অবিদ্যাশক্তি যুক্ত থাকাতে সাধারণ জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে এবং যদ্ধেতু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া পরস্পরের নিকট প্রতীয়মান হয়, তাহা সর্বাবাদিমতে শ্রীকৃষ্ণে না থাকাতে, তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্মরূপে ধ্যান করাই সঙ্গত ও সত্য, ইহা মিথ্যা কল্পনা নহে। পরন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে এই তাঁহার দৃষ্টতঃ মর্ত্য মনুষ্যরূপের দর্শনই তাঁহার পূর্ণ স্বরূপের দর্শন নহে, এই মূর্তিতেই তিনি পূর্ণভাবে থাকিলেও তাঁহার পূর্ণরূপ স্বরূপের দর্শন নহে, এই মূর্তিতেই তিনি পূর্ণভাবে থাকিলেও তাঁহার পূর্ণরূপ সাধারণ দৃষ্টির গোচর হয় না। তিনি যখন কৃপা করিয়া কোন জীবঘটে দিব্যদর্শন সক্তি প্রকাশিত করেন, তখনই ঐ দৃষ্টতঃ পরিচ্ছিন্ন মনুষ্যরূপের অন্তরালে যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রহিয়াছেন তাহা সেই জীব, ধারণা করিতে সমর্থ হয়।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ যন্নিমিত্ত ধ্রুবা ব্রহ্মস্মৃতি প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা) চিত্তে আবির্ভূত হইয়া অবশেষে পরব্রহ্মে ইহার লয় সংঘটিত করে এবং সাধক পরব্রহ্মের সহিত অচ্যুত একতা প্রাপ্ত হয়েন। এই বিগ্রহরূপ চিন্তনের মহিমা বর্ণনা একতা প্রাপ্ত হয়েন। এই বিগ্রহরূপ চিন্তনের মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকার সপ্তম স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্দশ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন যে চেদিপতি শিশুপাল আজন্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরতাচরণ করিয়া অবশেষে কৃষ্ণ-নিন্দা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত চক্রের দ্বারা হৃতপ্রাণ হইলেও, তাহার শরীরাভ্যন্তর হইতে জীবাত্মা জ্যোতির্ময়রূপে বিনির্গত হইয়া সকলের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণদেহে বিলীন হইয়া যায়। তদ্দর্শনে যুধিষ্ঠির বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, চিরকাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বদ্ধবৈর-ভাবাপন্ন শিশুপাল মৃত্যুকালেও তাঁহার নিন্দা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া ঘোর নরকে পতিত না হইয়া কিরূপে একান্ত ভক্তগণেরও দুর্লভ বাসুদেবে সম্মিলিত হওয়া রূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন? তখন দেবর্ষি নারদ বলিলেন যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অখিলাত্মা পরমেশ্বর, তিনি নিত্য অবিদ্যাজনিত দেহাত্মবুদ্ধি বিরহিত। অতএব শরীরের প্রতি নিন্দা প্রশংসা তিরস্কারাদি তাঁহার সকলই সমান, পরন্তু তাঁহার মূর্তি স্বয়ং সিদ্ধ ; সুতরাং যে কোন ভাবেই হউক, এই মূর্তির সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত হওয়াই জীবের মুখ্য লাভ বলিয়া গণ্য হয়। এই বলিয়া নারদ বলিলেন ঃ—

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ।। ২৫ ।।
যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ।। ২৬ ।।
কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ।। ২৭ ।।
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বৈরেণ পুতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া ।। ২৮ ।।
কামাদ দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদগতিং গতাঃ ।। ২৯ ।।
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদাযুয়ং ভক্ত্যা বরং বিভো।। ৩০ ।।

অস্যার্থ ঃ১—অতএব বৈরভাব অথবা মিত্রভাব, ভয় স্নেহ, অথবা কামাদি যে কোন ভাবে এই শ্রীকৃষ্ণে চিত্তকে সংলগ্ন করিবে, নিরন্তর তাঁহাকে (চিত্তে স্থাপিত করিয়া) দর্শন করিবে, অপর কিছু দর্শন করিবে না ।। ২৫ ।।

বৈরভাবে মর্ত্যমানব যত সহজে (ভগবানে) তন্ময়তা লাভ করিতে পারে, ভক্তিযোগদ্বারা তত সহজে পারে না, ইহাই আমার নিশ্চয় তত ১।। ২৬ ।।

দেখ, ভ্রমর নিজ বাসগর্তে অপর কীটকে লইয়া যখন রুদ্ধ করে, তখন ঐ কীট ভ্রমরের প্রতি দ্বেষবুদ্ধি হইয়া ভয়ের সহিত তাহার রূপ ধ্যান করাতে অচিরে ঐ ভ্রমররূপতা প্রাপ্ত হয় ।। ২৭ ।।

এই প্রকার মায়াবিরচিত মনুষ্যদেহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বৈরভাবের সহিতও নিয়ত চিত্তসংলগ্ন করাতে, অনেকে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ।।২৮।।

যেমন ভক্তি দ্বারা, তদ্রূপ কাম, দ্বেষ অথবা ভয় দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বরে মন সংলগ্ন করাতে যে বহুলোক নিষ্পাপ হইয়া ভগবদগতি লাভ করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে ; দেখ, গোপীগণ কামবৃত্তিতে, কংস ভয়হেতু, শিশুপালাদি দ্বেষ নিবন্ধন, যাদবগণ নিকট কুটুম্বতাবশতঃ, তোমরা (পাণ্ডবগণ) স্নেহবশতঃ এবং আমরা (ঋষিগণ) ভক্তিবলে তাঁহাকে লাভ করিয়াছি ।।২৯।৩০।।

চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদন করিতে নির্মলাত্মা সাধুদিগের ধ্যান যে একটি প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা পাতঞ্জল যোগসূত্রে "বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্" ("স্থিতিপদং লভতে") এই সূত্রেও স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাধুসঙ্গে সাধুচিত্তের ধ্যান

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সহজেই হইয়া থাকে, সুতরাং নির্মলতা অপেক্ষাকৃত অনায়ালভ্য হয়। অতএব যে কোন ভাবেই হউক, হৃদয়ে কৃষ্ণমূর্তির ধারণা যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ ও সমধিক মঙ্গলপ্রদ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কামার্ত হইয়াও সর্বদা তদ্রূপ চিন্তনে তন্ময়তা লাভ করিয়া অবশেষে সর্বাত্মারূপে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে ; যথা, ১১শ স্কন্ধের ১২শ অধ্যায়ে উক্ত আছে যে—

তা নাবিদন্ময্যনুষঙ্গবদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যতা সমাধৌ মুনয়োহব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব
নামরূপে।। ১২ ।।
মৎকামা রমণং জারমস্বরূপ বিদোহবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপু সঙ্গাচ্ছত মহস্রশঃ।।

অস্যার্থ ঃ—প্রণয় হেতু আমাতে গতপ্রাণ হইয়া গোপীগণ পতিপুত্রাদি স্বজনগণ, ইহা বা পরলোক, এমন কি আত্মদেহকে পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন ; মুনিগণ যেমন সমাধি অবস্থায় আত্মপর-বোধ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্বক কেবল ধ্যেয়াকারে চিত্তকে পরিণত করেন এবং নদীসকল যেমন নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের সহিত একীভূত হয়, তদ্রূপ গোপিকাগণের চিত্তও আমার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ।। ১২ ।।

গোপিকারা অবলা নারী, আমার প্রকৃত স্বরূপ তাহারা অবগত ছিল না, (কিন্তু) রতিসুখপ্রদ উপপতিরূপেও আমার প্রতি কামযুক্ত হইয়াও আমার সৎসঙ্গবশতঃ সহস্র গোপিকা নিষ্পাপ হওতঃ পরব্রহ্মরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ।। ১৩ ।।

ভগবদ্রূপে উক্ত প্রকার প্রেম-নিবন্ধন সমাধিস্থ হইতে গোপিকাগণ অবশেষে সর্বাত্মরূপ পরব্রহ্মেই মিলিত হইয়াছিলেন। ১০ম স্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতকার বলিয়াছেন যে গোপিকাগণ কুরুক্ষেত্রে বাসুদেবের যজ্ঞস্থলে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত শতবর্ষের পর পুনরায় মিলিত হইল তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন ; যথা ঃ —

হে গোপিকাগণ! আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘকাল অন্যত্র অবস্থান করিয়াছি বলিয়া তোমরা আমায় প্রতি বিরক্ত হইও না, আমি শত্রু-বিনাশন কার্যে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে তোমাদের নিকট প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত অবসর মাত্র আমার ছিল না। বাস্তবিক সমস্তই বিধির নির্বন্ধ ; ভূতভাবন ভগবানই জীবসকলকে একবার মিলিত এবং পুনারায় বিযুক্ত করেন। পরন্তু তন্নিমিত্ত তোমাদের কিছু ক্ষতি হয় না ; কারণ—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ।। ৪৪ ।।

অস্যার্থ ঃ—আমার প্রতি ভক্তিই জীবের অমৃতত্বলাভের হেতু ; সুতরাং আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ যখন সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছে, তখন তোমাদের অবশ্য কল্যাণ হইবে এবং তোমরা আমাকে লাভ করিবে ।। ৪৪।।

এই বলিয়া ভগবান্ নির্মলহৃদয় গোপিকাগণকে নিজের স্বরূপ-তত্ত্বের উপদেশ করিলেন ; যথা ঃ—

অহং হি সর্বভূতানামাদিরন্তোহন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ ।। ৪৫ ।।
এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেস্বাত্মাত্মনা ততঃ।
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে ।। ৪৬ ।।

অস্যার্থ ঃ— হে অঙ্গনাগণ! ভৌতিক পদার্থ মাত্রই যেমন আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতাত্মক (পঞ্চ মহাভূতে বর্তমান (আছে), তদ্রূপ আমি সমস্ত জীবের (কারণরূপে) আদিতে, (দেহরূপে) বাহিরে এবং (অন্তর্যামিরূপে) অন্তরে বিরাজিত আছি ।। ৪৫ ।।

ইহা কিরূপ তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। আকাশাদি পঞ্চমহাভূত (উপাদনরূপে) সমস্ত দেহে বর্তমান আছে এবং আত্মা (জীবাত্মা) ও ভূতগ্রামকে) অক্ষর পরমাত্মরূপ আমাতেই প্রকাশিত বলিয়া তোমরা দর্শন

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কর।। ৪৬।।

বহুবর্ষব্যাপী শ্রীকৃষ্ণবিরহযাতনা ভোগের দ্বারা গোপিকাদের সঞ্চিত কর্ম সকল বিনষ্ট হইয়াছিল ; সুতরাং তৎকালে নির্মলহৃদয় হওয়াতে গোপিকাগণ সহজেই এই উপদেশ ধারণ করিলেন (১)। ভাগবতবক্তা শ্রীশুকদেব বলিতেছেন যে—

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোশাস্তমধ্যগন্ ।। ৪৭ ।।

অস্যার্থ ঃ—এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপিকাগণ অধ্যাত্মবিদ্যায় উপদিষ্ট হইয়া তাহা ধারণপূর্বক অন্নময়াদি জীবকোষ সকল অতিক্রম করিয়া (ক্ষরাক্ষররূপ ভূত ও চৈতন্যের প্রকাশক) উত্তমপুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হইলেন।। ৪৭ ।।

এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত ব্যাখ্যাও নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

অধ্যাত্মশিক্ষয়া স্বরূপোপদেশেন শিক্ষিতা বোধিতাঃ। তস্যানুস্মরণেন ধ্বস্তো জীবকোশো লিঙ্গং যাসাং তাঃ তমেবাধ্যগন্ প্রাপুঃ।। ৪৭ ।।

অস্যার্থ ঃ——"অধ্যাত্মশিক্ষয়া" পদের অর্থ স্বরূপোপদেশদ্বারা। "শিক্ষিতাঃ" পদের অর্থ প্রবোধিত হইয়া। তাহার অনুস্মরণদ্বারা (চিন্তনের দ্বারা)

---

(১) বিচ্ছেদজনিত যাতনাও ক্লেশ এবং সম্ভোগজনিত সুখও সুখ। পরন্তু ইহা সর্ববিধ শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত যে, দুঃখভোগ দ্বারা সঞ্চিত পাপরাশি এবং সুখভোগ দ্বারা সঞ্চিত পুন্যরাশি বিনষ্ট হয়। ব্রজগোপিকাদের শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে যে যাতনা ভোগ হইয়াছিল, তাহা দ্বারা যে তাঁহাদের সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতকার স্বয়ংই অন্য প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—১০ স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে উল্লিখিত আছে যে—

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ।। ১৬ ।।

অস্যার্থ ঃ— প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত দুঃসহ তীব্র যাতনা ভোগের দ্বারা সেই ব্রজাঙ্গনাগণের পাপসমূহ ধৌত হইয়াছিল এবং ধ্যানযোগে তাঁহার সহিত আলিঙ্গনজনিত আনন্দানুভবদ্বারা তাঁহাদের পুণ্যরাশিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

জীবকোষ অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপ লিঙ্গদেহকে অতিক্রম করিয়া (এই সকল দেহে আত্মবুদ্ধি বিনষ্ট করিয়া গোপিকাগণ) তাহাকে (উত্তমপুরুষ ভগবানকে) "অধ্যগন্" প্রাপ্ত হইলেন ।। ৪৭ ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপেই বৈষ্ণবোপাসনার ক্রম বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ঃ —(—১৮শ অধ্যায়)

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ।। ৬৪ ।।
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।।

অস্যার্থ ঃ—সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম (অর্থাৎ সকলের সার) আমার এই পরম বাক্য শ্রবণ কর ; তুমি আমার অতি প্রিয়, অতএব তোমার হিতজনকে এই কথা কহিতেছি ।। ৬৪ ।।

তুমি আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া আমাতে ভক্তি স্থাপন কর এবং আমার উপাসনায় রত হও এবং আমাতে আত্মসমর্পনপূর্বক আমাকে নমস্কার কর ; এইরূপ করিলে তুমি আমাকেই পাইবে। ইহা তোমাকে প্রিয় জানিয়া, আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি ।। ৬৫ ।।

আপন আপন স্বাভাবিক গুণানুসারে কর্মাচরণ দ্বারা ভগবদর্চনা করিয়া পর পর যে সকল অবস্থা ভগবদ্ভক্ত লাভ করেন, তাহা এই ১৮শ অধ্যায়েই ভগবান্ পূর্বে বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণ্য তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ।। ৪৬ ।।

অস্যার্থ ঃ—যাহা হইতে প্রাণিগণের কর্মচেষ্টা হয়, যিনি এতৎ সমস্ত (বিশ্ব) ব্যাপিয়া আছেন, স্বীয় স্বীয় গুণানুরূপ কর্মের দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ।। ৪৬ ।।

এই কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হইলে তৎপর কিরূপ সাধন জ্ঞানী পুরুষ করিবে,

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তাহার উপদেশ করিতে গিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

অসক্তবুদ্ধিং সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ
নৈষ্কর্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ।. ৪৯ ।।
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ।। ৫০ ।।
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন, বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ বুদস্য চ ।। ৫১ ।।
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ।। ৫২ ।।
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে।। ৫৩ ।।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচিত ন কাঙক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ।। ৫৪ ।।
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যস্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।। ৫৫ ।।

অস্যার্থ ঃ—কর্ম্মের দ্বারা ভগবৎসেবার্চনা করিতে করিতে ভোগবিষয়ে স্পৃহা থাকে না। সাধকের ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত হয় এবং তিনি সর্ব্বত্র আসক্তিশূন্য হয়েন, তখন সর্ব্বকস্মফলত্যাগরূপ সন্ন্যাসদ্বারা সর্ব্ববিধ কর্মে কর্তৃত্ববুদ্ধি বিরহিত হয়েন ।। ৪৯ ।।

এইরূপ নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন, যাহা জ্ঞানের চরম সীমা, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর।। ৫০ ।।

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত সাধক পুরুষ ধারণা ভোগ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া নির্জন স্থান আশ্রয়পূর্ব্বক অল্পাহারী এবং বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া "আমি আমার" ইত্যাকার অহংজ্ঞান বিবর্জিত

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হয়েন এবং সর্ব্বদা শান্ত স্বভাব হইয়া ব্রহ্মরূপ হইয়া যান ।।৫১।৫২।৫৩।।

ভক্তগণও যে সাধনভক্তি, যাহা পরিষ্কাররূপে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শে স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত ২২৬।২৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে, তদবলম্বনে এইরূপেই অহংশূন্যভাব প্রাপ্ত হইবেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবদগীতার ১৪শ অধ্যায়ের ২৬শ প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। যথা ঃ—

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।। ২৬ ।।

এইরূপে (ক্ষুদ্র অহংভাব পরিত্যাগান্তে) ব্যাপক ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে তিনি সর্ব্বদা প্রসন্নাত্মা হয়েন, তাঁহার শোক দূর হইয়া যায়, কোন প্রকার আকাঙক্ষা থাকে না এবংসর্বভূতে তাঁহার সমদর্শন উপজাত হয়। এই প্রকার নির্ম্মল অবস্থা লাভ হইলে তিনি (পরব্রহ্মরূপী) আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করেন।।৫৪।।

এই পরাভক্তি প্রভাবে তত্ত্বের সহিত আমার স্বরূপজ্ঞান তাঁর উপজাত হয়। তত্ত্বের সহিত আমাকে জ্ঞাত হইয়া তিনি আমাতে প্রবেশ করেন। (সৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন) ।। ৫৫ ।।

বৈষ্ণবদিগের ভজনপ্রণালী শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহিত উপরে প্রদর্শিত হইল। ভক্তিপূর্ব্বক ভগবৎ অর্চনাই তাঁহাদিগের ধর্ম। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই ধর্মের বিশেষ পক্ষপাতী। এই ভক্তি দুই প্রকার—প্রথম সাধনরূপিকা ভক্তি, তদ্দ্বারা ভগবদ্বিগ্রহের সেবা অর্চনা ও সর্বত্র ভগবদ্ভাবের চিন্তন তাঁহারা করিয়া থাকেন, ইহাদ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে যখন সর্বত্র সমদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন স্বভাবতঃ তাঁহারা পরাভক্তি লাভ করেন, এই পরাভক্তি বলে সমস্ত জগৎতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব তাঁহাদের অন্তরে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়। অতঃপর গুণাতীত পরব্রহ্মরূপ স্বতঃপ্রকাশিত হইলে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া তৎসহ একতা প্রাপ্ত হয়েন। এই বিশ্বসংসারকে নিম্বার্কীয় বৈ্ণবগণ অলীক ও মিথ্যা গণ্য করেন না, এতৎ সমস্তই ভগবানের সগুণ রূপ বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করেন।

শ্রীনিম্বার্ক স্বামী স্বয়ং "বেদান্তকামধেনু" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,

সর্বং হি বিজ্ঞানমতো যথার্থকং

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ।
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিম্মতং
ত্রিরূপতাহপি শ্রুতিসূত্রসাধিতা ।। ৭ ।।

অস্যার্থ ঃ—এতৎ সমস্তই বিজ্ঞানময় অতএব যথার্থ, কারণ এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক বলিয়া শ্রুতি ও স্মৃতি সর্বত্র প্রমাণিত করিয়াছেন, ইহাই বেদজ্ঞদিগের মত। আর ব্রহ্মের ত্রিরূপতাও (প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরত্ব) শ্রুতিগণ স্থাপন করিয়াছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবদিগের গতি, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে ভগবান্ নিম্বার্ক স্বামী উক্ত গ্রন্থে বলিতেছেন ঃ—

নান্যা গতিঃকৃষ্ণপদারবিন্দাৎ
সংদৃশ্যতে ব্রহ্মাশিবাদিবন্দিতাৎ।
ভক্তেচ্ছয়োপাত্তসুচিন্ত্যবিগ্রহা
দচিন্ত্যশক্তেরবিচিন্ত্যশাসনাৎ।।৮ ।।

অস্যার্থ ঃ—ভক্তগণের কল্যাণার্থ যিনি সুচিন্ত্যবিগ্রহরূপ ধারণ করিয়াছেন,

---

(১) কলির জীবের উপাসনার নিমিত্ত ঈশ্বর পরব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হয়েন, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণও যথেষ্ট আছে, যথা ঃ—

মহাভারতের বনপর্বের ১৪৯ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে দৃষ্টতঃ মর্কটরূপী হনুমান্ ভীমসেনকে আত্মপরিচয় দিলে, তিনি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া বলিলেন যে সমুদ্রলঙ্ঘন করিবার সময় তাঁহার যে রূপ হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে, সেই রূপ তিনি তাঁহাকে দর্শন করাইতে পারিলে, তিনি সে হনুমান্ তদ্বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ প্রতীতি জন্মিতে পারে। তখন হনুমান্ বলিলেন যে, যুগসকলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপও স্বভাবতঃ পরিবর্তিত হইয়াছে ; পরন্তু তিনি অবশ্য তাঁহার পূর্বরূপ ধারণ করিতে সমর্থ আছেন ; কিন্তু ঐ রূপ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

যাঁহার মহিমা আপার—যাঁহার শক্তির ইয়ত্তা নাই, সেই অচিন্ত্য জগৎশাস্তা শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাশিবাদির বন্দিত চরণকমল ভিন্ন জীবের আর অন্যগতি থাকা দৃষ্ট হয় না।। ৮ ।। (১)

তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীনিম্বার্ক স্বামী উক্ত "বেদান্তকামধেনু" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ—

কৃপাস্য দৈন্যাদিযুক্তি প্রজায়তে

এত বিকট যে তাহা দর্শন করিতেও ভীমসেনের সামর্থ হইবে না। তখন যুগ সকলের পরিবর্তনে জগতের কি কি পরিবর্তন ঘটে, তাহা বর্ণনা করিতে ভীমসেন প্রার্থনা করিলে, মহাবীর হনুমান্ তাহা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতি বৎসরের যেমন ষড়্ঋতু ক্রমান্বয়ে পর পর ধারাবাহিকরূপ আগত হয়, 'তদ্রূপ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ব্যাপী কালের নাম মহাযুগ। প্রত্যেক মহাযুগে যুগতুষ্টয়ের যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম ক্রমে উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া হনুমান বলিলেন ঃ—

কৃতং নাম যুগৎ তাত, যত্র ধর্মঃ সনাতনঃ।
কৃতমেব ন কর্তব্যং তস্মিন কালে যুগোত্তমে।। ১১ ।।

ততঃ পরমেকৎ ব্রহ্ম সা গতির্যোগিনাং পরা।
আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং শুক্লো নারায়ণস্তদা ।। ১৭ ।।

ত্রেতামপি নিবোধ ত্বং যস্মিন সত্রং প্রবর্ততে ।। ২৩ ।।
পাদেন হ্রসতে ধর্মো রক্ততাং বাতি চাচুত্যঃ ।। ২৭ ।।

দ্বাপরে চ যুগে ধর্মো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ততে।
বিষ্ণুর্বৈ পীততাং যাতি চতুধা বেদ এব চ ।। ২৭ ।।

পাদনৈকেন কৌন্তেয় ধর্ম ; কলিযুগে স্থিতঃ ।। ৩৩ ।।
তামসং যুগমাসাদ্য কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ ।। ৩৪ ।।
অস্যার্থ ঃ — (হনুমান্ কহিলেন—হে বৎস ভীমসেন!) যে সময়ে সনাতন ধর্ম প্রচলিত

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

যয়া ভবেৎ প্রেমবিশেষলক্ষণা।
ভক্তির্হ্যনন্যাধিপতের্মহাত্মনঃ

ছিল, তাহার নাম কৃত (সত্য) যুগ। সেই যুগোত্তমকালে অভীপ্সিত সকল কর্মই কৃত হইত, অসম্পন্ন কোন কর্ম থাকিত না।

যোগীদের পরমগতি এক পরব্রহ্মই তৎকালে উপাস্য ছিলেন। সর্বভূতের আত্মানারায়ণ তখন শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে যুগে যজ্ঞরূপ সাধন প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেই ক্রেতাযুগের বিষয় শ্রবণ কর। তৎকালে ধর্মের একপাদ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও অচ্যুত বিষ্ণু রক্তবর্ণ ধারণ করেন।

এক্ষণে যে যুগে যজ্ঞরূপ সাধন প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেই ত্রেতাযুগের বিষয় শ্রবণ কর। তৎকালে ধর্মের একপাদ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও অচ্যুত বিষ্ণু রক্তবর্ণ ধারণ করেন।

দ্বাপর যুগের ধর্মের দ্বিপাদ হানি হয়। বিষ্ণু পীতবর্ণ হয়েন। এবং বেদ সকল চারিভাগে বিভক্ত হয়।

হে কৌন্তেয়! কলিযুগে ধর্মের একপাদ মাত্র অবসিষ্ট থাকে, এই তামসযুগ প্রাপ্ত হইয়া নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়েন।

যুগসকলের এই সকল এবং পরাপর সাধারণ নিয়ম এইরূপে মহাবীর হনুমান-কর্তৃক বর্ণিত হই.য়াছিল। এই সংবাদ বর্তমান মহাযুগেই হইয়াছিল। এই সকল সাধারণ নিয়মের কোনটির যদি কোন ব্যতিক্রম বর্তমান মহাযুগে হইয়া থাকিত, তবে হনুমান অবশ্য তাহাও বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতেন। কারণ বর্তমান যুগে হনুমানের রূপপরিবর্তন উপলক্ষেই ভীমসেনের প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং কলিযুগ মাত্রই যে বিষ্ণুর স্বরূপের স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণপ্রাপ্তি হয়, তাহা এতদ্বারা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা যায়। মহাভারত স্বয়ংই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ পরন্তু পুরাণ সকলেও মহাভারতের এই উক্তির পোষকতা থাকা সর্বত্র, দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা ঃ—

বরাপুরাণের তৃতীয়াধ্যায়ে উক্ত আছে ঃ—

কৃতে সিতং রক্ততনুং তথা চ
ক্রেতাযুগে পীততনুং পুরাণম্।
তথা হরিং দ্বাপরতঃ কলৌ চ
রুষ্ণীকৃতাত্মানমথো নমামি।। ১৮ ।।

অস্যার্থ ঃ—যিনি সত্যযুগে শুক্ল, ক্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে পীততনু

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সা চোত্তমা সাধনরূপিকাহপরা।।

অস্যার্থ ঃ—দৈন্যাদিগুণযুক্ত পুরুষে ইহার (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) কৃপা

গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কলিযুগে আপনাকে কৃষ্ণরূপ করিয়াছিলেন, সেই হরিকে আমি নমস্কার করি ।। ১৮ ।।

পুনরায় ৬৮ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে ঃ—

বিষ্ণুঃ কৃতযুগে শুক্লো রক্তঃ ত্রেতাযুগেহচ্যুতঃ।
দ্বাপরে পিঙ্গলো বিষ্ণুঃ কলৌ কৃষ্ণবপুর্হরিঃ।। ৭ ।।

অস্যার্থ ঃ—বিষ্ণু সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরে পিঙ্গলবর্ণ এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ হয়েন।। ৭ ।।

বরাহপুরাণের অন্যান্য স্থলে এবং অপরাপর পুরাণেও এইরূপই উক্তি সকল আছে। এই সকল উক্তি সর্বসাধারণ মহাযুগবিষয়ক ; সুতরাং এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মহাযুগেই বিষ্ণুস্বরূপের পরিবর্তন স্বভাবতঃ উক্ত প্রকারে হইয়া থাকে। যাঁহার স্বরূপেই এবংবিধ পরিবর্তন হয়, সেই বিষ্ণু যে বর্তমান কলিযুগে পৃথিবীমণ্ডলে বসুদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্টরূপেই সর্বশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। যথা মহাভারতের শান্তিপর্বের উক্তির মধ্যে উল্লিখিত আছে ঃ—

দ্বাপরস্য কলৈশ্চৈব সন্ধৌ পার্যবসানিকে ।। ৮৯ ।।
প্রাদুর্ভাবঃ কংসহেতোর্ম থুরায়াং ভবিষ্যতি ।। ৯০ ।।

অর্থাৎ দ্বাপর এবং কলির সন্ধিকালের পর্যবসান সময়ে কংসের বিনাশার্থ মাথুরায় ভগবানের প্রাদুর্ভাব হইবে।

ইহা ভবিষ্যৎবাণীরূপে উক্ত হইয়াছে। পরন্তু ভবিষ্যৎবাণীর অনুরূপ বস্তুতঃও যে ভগবৎলীলা সময়ে কলিকাল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহা মহাভারতের অপরাপর স্থলের বর্ণনা দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যায়। (বস্তুতঃ দুর্যোধন কলিরই অবতার ছিলেন বলিয়া ভারতে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে)। যথা, গদাযুদ্ধে ভীমসেন পূর্বপ্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে উরুদেশে গদাঘাত করিয়া দুর্যোধনকে ধরাশায়ী করিলে বলদেব ক্রোধান্বিত হইয়া ভীমসেনকে দণ্ডিত করিতে অগ্রসর হয়েন, তখন ভগবান্ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, তৎকালে ঘোররূপী কলি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ভগবৎ বাক্য হই ঃ—

"অরোষণো হি ধর্মাত্মা সততং ধর্মবৎসলঃ।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

উপজাত হয় ; এই কৃপা হইতে সেই সর্বেশ্বর পরমাত্মাতে প্রেমবিশেষরূপ ভক্তি উপজাত হয়। এই ভক্তি দুই প্রকার ; এক সাধনরূপিকা অপরা ভক্তি, অপর

ভবান্ প্রখ্যায়তে লোকে তস্মাৎ সংশাম্য মা ক্রুধঃ।। ২১ ।।
প্রাপ্তং কলিযুগৎ বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাণ্ডবস্য চ।
আন্বণং যাতু বৈরস্য প্রতিজ্ঞায়াশ্চ পাণ্ডবঃ।। ২২ ।।

অর্থাৎ (ভগবান্ বলদেবকে বলিতেছেন) আপনি ধর্মাত্মা, অক্রোধী ও ধর্মবৎসল বলিয়াই লোকে প্রসিদ্ধ আছেন ; অতএব শান্তি অবলম্বন করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করা আপনার উচিত। এইক্ষণ কলিযুগ প্রাপ্ত হইয়াছে জানিবেন (অতএব পূর্বযুগের যুদ্ধনিয়ম আর এইক্ষণ নাই) এবং ইহা জ্ঞাত হউন যে, পূর্বে ভীমসেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে (গদাঘাত) দুর্যোধনের উরুদেশ ভগ্ন করিবেন। অতএব তিনি এই কার্যের দ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞাপাশ এবং শত্রুতা হইতে মুক্তিলাভ করুন; (তাহাতে আপনি বিরোধী হইবেন না)।

অতএব মহাভারতের বাক্যসকল আদ্যোপান্ত বিচার করিলে ইহা স্পষ্টরূপেই জানা যায় যে দ্বাপরের শেষ হইয়া বর্তমান কলিযুগ প্রবর্তিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োদশাধ্যায়ের ৪৬ হইতে ৭৪ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত গর্গকর্তৃক নন্দরাজের নিকট বর্ণিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে গর্গও ঠিক পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ

যুগে যুগে বর্ণভেদো নামভেদোহস্য বল্লব।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ।। ৫৪ ।।
শুক্লবর্ণঃ সত্যযুগে সুতীব্রস্তেজসাবৃতঃ।
ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোপীতোহয়ং দ্বাপরে বিভুঃ ৫৫।
কৃষ্ণবর্ণ কলৌ শ্রীমান্ জেতসাং রাশিরেব।
পরিপূর্নতমং ব্রহ্ম তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতি ।। ৫৬ ।।

ইত্যেবং কথিতো নন্দ মহিমা তে সুতস্য চ ।। ৭৪ ।। ইত্যাদি

অস্যার্থ ঃ—যে বল্লব! যুগে যুগে ইহার বর্ণভেদ ও নামভেদ হইয়া থাকে ; ইনি শুক্ল, রক্ত, পীত হইয়া ইদানীং কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন ।। ৫৪ ।। সত্যযুগে ইনি সুতীব্র তেজের দ্বারা আবৃত, শুক্লবর্ণ হইয়াছিলেন; ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ও দ্বাপরযুগে পীতবর্ণ (হইয়াছিলেন); পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম এই শ্রীমান্ কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ ও রাশীকৃত তেজস্বরূপ (রাশীকৃত তেজবৎ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

উত্তমা পরাভক্তি।

শ্রীমদভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের পূর্বোদ্ধৃত ৮ হইতে ১৯

উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত) হয়েন; অতএব কৃষ্ণনামে (তখন) আখ্যাত হয়েন ।। ৫৫ । ৫৬ ।। .... হে নন্দ! এই তোমার পুত্রের মহিমা বর্ণনা করিলাম ।। ৭৪ ।।

এই বর্ণনা পাঠে কোন সন্দেহ থাকে না যে, পূর্বোক্ত ৫৪ শ্লোকোক্ত ইদানীং শব্দে বর্তমান কলিকাল বুঝায়, কারণ ঐ শ্লোকোক্ত "শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ" এই সাধারণ উক্তিকে পরবর্তী ৫৫ শ্লোকে পরিষ্কার করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত এবং দ্বাপরে পীত হইয়াছিলেন; এবং অবশেষে ৫৬ শ্লোকে বলা হইল যে কলিতে তিনি কৃষ্ণবর্ণ হয়েন; সুতরাং ৫৪ শ্লোকোক্ত "ইদানীং" শব্দে যে বর্তমান কলিকাল বুঝায় তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইবার স্থল দেখা যাইতেছে না।

ভবিষ্যপুরাণের ৪র্থ খণ্ডের ৫ অধ্যায়ের ২১, ২২, ২৩, শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে কলিযুগের অবতার বলিয়া স্পষ্ট বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা ঃ—

"শ্বেতরূপো হরিঃ সত্যে হংসাখ্যে ভগবান্ স্বয়ম্।
ত্রেতায়াং রক্তুর পশ্চ যজ্ঞাখ্যো ভগবান্ স্বয়ম্।
দ্বাপরে পীতরু পশ্চ যজ্ঞাখ্যো ভগবান্ স্বয়ম।
দ্বাপরে পীতরু পশ্চ স্বর্ণ গর্ভো হরিঃ স্বয়ম্।। ২২ ।।
কলিকালে তু সংপ্রাপ্তে সন্ধ্যায়াং দ্বাপরে যুগে।
কলা তু সকলা বিষ্ণোর্বামনস্য তথা কলা।
একীভূতা চ দেবক্যাং জাতো বিষ্ণুস্তদা স্বয়ম্ ।। ২৩
(বোম্বাই এর ছাপা, ৩৩৫ পৃঃ)

অর্থাৎ সত্যযুগে ভগবান্ স্বয়ং হরি শ্বেতরূপী হইয়া হংস নাম ধারণ করেন; সেই ভগবান ত্রেতায় যজ্ঞ নাম ধারণ করিয়া রক্তবর্ণ হয়েন; দ্বাপরে তিনিই স্বর্ণ গর্ভ হরি হইয়া পীতবর্ণ ধারণ করেন। কলিকাল প্রাপ্ত হইলে দ্বাপর যুগের সন্ধ্যার সময় বিষ্ণু এবং বামনদেবের সমস্ত কলা একত্রিত হইয়া দেবকীগর্ভে স্বয়ং বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন।

অন্যান্য পুরাণেও এইরূপ উক্তি আছে। পরন্তু কেহ কেহ বলেন যে, মৎস্য পুরাণের ৭১ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান যুগে দ্বাপরের

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শ্লোক পর্যন্ত আর শ্রীমদ্ভগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের যে সকল শ্লোক উপরে উদ্ধৃত বলিয়া গ্রহণ করেন। ভগবানের পুরুষ মূর্তিও তদ্রূপ প্রধানা; শ্রীরাধিকা

শেষভাগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কলির প্রারম্ভ মোটেই হয় নাই। শ্লোকগুলি এই ঃ—

তস্মাদ্ রথান্তরাৎ কল্পাৎ ত্রয়োবিংশতিতমো যদ্বা।
বারাহো ভবিতা কল্পস্তস্মিন মন্বন্তরে শুভে।। ৫ ।।
বৈবস্বতাখ্যে সংপ্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোকধৃক্।
দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন অষ্টাবিংশতিতমং যদ্বা।। ৬ ।।
তস্যান্তে চ মহাদেবো বাসুদেবো জনার্দনঃ।
ভারাবতারণার্থায় ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি।। ৭ ।।
দ্বৈপায়নো মুনিস্তদ্বৎ রৌহিণেয়োহথ কেশবঃ।
কংসাদিদর্পমথনঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ।। ৮ ।। ৭১ অঃ।

এই শ্লোক সকলের অর্থ ঃ— এই রথান্তর কল্প হইতে গণনা করিয়া যখন বরাহ নামক ত্রয়োবিংশতি কল্প হইবে, সেই কল্পে বৈবস্বত নামক শুভ সপ্তম মন্বন্তর আগমন করিলে, তাহাতে যে অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর যুগ হইবে, সেই দ্বাপরের অন্ত হইলে (তস্যান্তে —তস্য দ্বাপরস্য অন্তে সতি) ভগবান্ জনার্দন বাসুদেব যিনি সপ্তলোককে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি ভূভার হরণার্থ দ্বৈপায়ম মুনি (বেদব্যাস), রোহিনীতনয় (বলদেব), এবং কেশব এই তিনরূপে প্রকাশিত হইবেন। সেই ক্লেশনাশক কেশব কংসাদির দর্প চূর্ণ করিবেন।

বিগত দ্বাপর যুগের অন্ত হইলে ভগবান্ আবির্ভূত হইবেন, ইহাই উপরোক্ত সপ্তম শ্লোকে উল্লিখিত আছে; দ্বাপর যুগকে নানাভাবে বিভক্ত করিয়া তাহার শেষ ভাগে আবিভূত বইবেন, এইরূপ ঐ শ্লোকে লিখিত হয় নাই। দ্বাপর যুগের অন্ত হইলে ঠিক কোন সময়ে আবির্ভূত হইবেন ইহা এই সকল শ্লোকে বিশেষরূপে বর্ণিত হয় নাই; পরন্তু এই শ্লোকের ন্যায় ভবিষ্যৎবাণীরূপে মহাভারতের পূর্বোদ্ধৃত শান্তিপর্বের ৩৩৯ অধ্যায়ের ৯০ শ্লোকে ইহা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, দ্বাপরান্তে কলির সন্ধিসময়ের পর্যবসানকালে তিনি আবির্ভূত হইবেন। অতএব তাঁহার আবির্ভাব যে কলিযুগের প্রারম্ভে হইয়াছিল, তাহা মৎস্যপুরাণের পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকদ্বারাও প্রমাণিত হয়; তৎসম্বন্ধে কোনপ্রকার শাস্ত্রবিরোধ নাই। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, কলি পূর্ব হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকিলেও যাবৎকাল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে ছিলেন, তাবৎকাল পর্যন্ত কলি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহা স্বাভাবিকই বটে; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রধানা শক্তি। সশক্তিক ভগবন্মূর্তির উপাসনার যে সকল মহৎ ফল হয়, তন্মধ্যে এই একটি বিশেষ লাভ দৃষ্ট হয় যে, ইহা অতি শীঘ্র সৎসাধকের

যে কলিযুগেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা ভাগবতকারেরও সম্মত বলিয়া অনুমিত হয়। এতৎ সম্বন্ধীয় ভাগ ভাগবতের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলিবৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তং ন চাশকৎ।।

অস্যার্থ ঃ— রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ যাবৎকাল পর্যন্ত চরণকমলদ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, কলি (তৎপূর্ব হইতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেও) তাবৎকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই।। ২৪ ।। (কোন সংস্করণে ইহার সংখ্যা ৩০শ)

পরন্তু এই শ্লোকের অর্থ করিতে গিয়া কোন কোন মহাত্মা বলেন যে, এই শ্লোকের অর্থ এই যে,ভগবানের মানবলীলা সংবরণের পূর্বে, তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার পর, কোন সময়ে কলি প্রবর্তিত হইয়া ছিলেন। কিন্তু প্রবর্তিত হইলেও পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারেন নাই। পরন্তু শ্লোকের ভাষা পরীক্ষা করিলে দুষ্ট হয় যে, ইহার ১ম চরণে আছে "যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।" কথায় কথায় অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই হয় যে, "যে কাল পর্য্যন্ত সেই রমাপতি (শ্রীকৃষ্ণ) পাদ-পদ্মদ্বয়ের দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলন।" দ্বিতীয় চরণে আছে "তাবৎ কলিবৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তং ন চাশকৎ" অর্থাৎ তাবৎকাল পর্যন্ত কলি পৃথিবীতে পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কলি প্রবিষ্ট হইয়া না থাকিলে তাঁহার পরাক্রম প্রকাশ করিবার সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? অতএব যে কালে কলি পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, সেই কালে কলি পৃথিবীতে অবশ্য প্রবিষ্ট ছিলেন বলিয়া স্বীকার্য। সেই কাল কোন কাল ইহাই বিচার্য বিষয়। শ্লোকে তৎসম্বন্ধে আছে "যে কাল পর্যন্ত তাঁহার পাদ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিল।" অবশ্য জন্মাবধি লীলাসংবরণ পর্যন্ত ব্যাপক সময়ই তিনি পৃথিবীতে ছিলেন, সুতরাং তৎসমস্ত কালই পৃথিবীও তাঁহার পাদদ্বয় দ্বারা স্পৃষ্ট ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। অতএব তাঁহার সম্যক লীলাকালেই যে কলি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহের স্থল কিছু দৃষ্ট হইতেছে না; শ্লোকের ভাষা তৎসম্বন্ধে কোন সংশয়ের ছিদ্র প্রদান করিতেছে না।

এই শ্লোকের শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা এইরূপ আছে যথা ঃ—

"ননু শ্রীকৃষ্ণে পৃথিব্যাং বর্তমানে সন্ধ্যারূপেন কলিঃ প্রবিষ্ট এব আসীৎ সত্যম্, তথাপি

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কামবৃত্তির নিবৃত্ত করে ভগবানের সহিত সংযুক্তভাবে ভক্তি পূর্বক স্ত্রীমূর্তির অর্চনা করাতে স্ত্রীমূর্তির প্রতি কামভাব তিরোহিত হইয়া যায়, এবং স্ত্রীপুরুষের

তাবৎ তস্য পরাক্রমো নাভবদিত্যাহ—যাবদিত্যাদি ।

পরাক্রান্তম্ অভিভবিতুম্"।। ২৪ ।।

অস্যার্থ ঃ—পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে বর্তমান ছিলেন, তত্তাবৎকালেই সন্ধ্যারূপী কলি প্রবিষ্ট ছিলেন সত্য; তথাপি যাবৎকাল পর্যন্ত তিনি বর্তমান ছিলেন, তাবৎকাল পর্যন্ত কলি পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ইহা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্লোকোক্ত "পরাক্রান্তং" শব্দের অর্থ "অভিনব করিতে"।

উক্ত ব্যাখার "শ্রীকৃষ্ণে পৃথিব্যাং বর্তমানে" কথাগুলির অর্থ এইরূপও করা যাইতে পারে সত্য যে, শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে বর্তমান হইবার (জন্ম গ্রহণ করিবার) পর কোন সময়ে।

পরন্তু যে শ্লোকটির ব্যাখ্যা স্বামী করিতেছেন, তাহার শব্দবিন্যাসের সহিত এইরূপ অর্থ কখনও সঙ্গত হয় না। ইহার অর্থ "শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে যাবৎকাল বর্তমান ছিলেন তত্তাবৎকাল মধ্যে।" গ্রন্থকার শ্লোকে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলি পূর্বেই প্রবিষ্ট হইয়া, সুতরাং পরাক্রম প্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণপ্রভাবে হীনবল হইয়াছিল। ইহাই স্বামীও ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন। এই অর্থ কেবল স্বাভাবিক সুস্পষ্ট অর্থ নহে; ইহার ব্যতিক্রম করিলে ভাগবতের এই শ্লোক ভাগবতেরই (পরে উদ্ধৃত) অপরাপর বাক্যের এবং অপরাপর শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

কলিকে রাত্রিস্বরূপ তমোময় কাল বলিয়া পৌরাণিকেরা বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু সূর্যদেব অস্তগত হইলেই প্রকৃতপক্ষে রাত্রি আরম্ভ হয় সত্য; কিন্তু অস্তের পরও কিয়ৎকাল দিবসের প্রকাশ থাকে; ঐ কালকে সন্ধ্যা নামে আখ্যাত করা যায়। কলির এই সন্ধ্যানামক কালেই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই শ্রীধর স্বামী উক্ত টীকায় বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন সূর্যাস্তের পরও সন্ধ্যাকালকে সাধারণ ভাষায় দিবা বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তদ্রূপ কলির ঐ সন্ধ্যাকালকেও কেহ দ্বাপর বলিয়া গণ্য করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা কলিই।

জ্যোতিষ শাস্ত্র বিচারেও জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই কলিকাল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। জ্যোতিষের গণনার উপর নির্ভর করিয়া রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ আছে যে, কুরুপান্ডবের আবির্ভাবের ৬৫৩ বৎসর পূর্বে কলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিনী 'বঙ্গ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মিথুনীকৃত ভাবকে ভগবল্লীলা রূপে দর্শন করিতে সাধক সহজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সমদর্শিত্ব লাভ করেন, অতএব উপাস্যের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীনিম্বার্কস্বামী "বেদান্তকামধেনু" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ—

স্বভাবতোহপাস্তসমস্তদোষ-

বাসী' কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় ছাপা হইয়াছে, তাহার তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "কুরু পান্ডবের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষভাগে সংঘটিত হইয়াছিল, এই কথায় বিশ্বাস করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, প্রথম তরঙ্গোক্ত গোলন্দাদি নৃপতিগণ কলিযুগে ২২৬৮ বৎসর কাশ্মীরে রাজ্যপালন করেন, এই গণনা ভ্রমাত্মক। দ্বিতীয়াদি তরঙ্গে উল্লিখিত যে সকল নৃপতির শাসনকাল পাওয়া গিয়াছে, সে সংখ্যার সহিত ২২৬৮ যোগ করিলে সমষ্টি কলিযুগের অতীত অব্দ পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় না। কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে লৌকিক অব্দ ৪২২৪ চলিতেছে ("কলাব্দ ২৫ বৎসর অতীত হইলে কাশ্মীর প্রদেশে প্রচলিত লৌকিকাব্দ আরব্ধ হয়")। শকাব্দ ১০৭০ অতীত হইয়াছে। তৃতীয় গোবিন্দের সিংহাসনারোহণ হইতে একাল পর্যন্ত ২৩৩০ বৎসর গত হইয়াছে। ৫২ নৃপতির কাল সংখ্যা বচ্ছ।

সপ্তর্ষিমন্ডল একশত বৎসরে এক নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে গমন করে; এই নিয়মানুসারে বৃহৎ সংহিতার বচন আমাদের কাল নির্ণয়ের সহায়তা করিবে। নৃপতি যুধিষ্ঠিরের শাসন সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। তাঁহার রাজ্যকাল ২৫২৬ পূর্ব শকাব্দে।"

ইহার পরেই উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, যাদবদিগের সহিত সংগ্রামে জরাসন্ধের সহায়তার জন্য কাশ্মীরের তৎকালীন রাজা গোলন্দ জরাসন্ধের সহিত মথুরায় গিয়াছিলেন; এবং লাঙ্গলধ্বজ শ্রীমান বলদেবের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে তিনি অবশেষে পরাভূত হইয়া ধরাশায়ী হয়েন।

সপ্তর্ষিমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের শাসনসময়ে মঘানক্ষত্রে থাকা শাস্ত্রসিদ্ধ হওয়াতে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল অবধারণ করা বিষয়ে কোন সন্দেহের স্থল নাই। পরন্তু এইক্ষণকার বাঙ্গালার পঞ্জিকাসকলে সেখা থাকে যে, যুধিষ্ঠির ও জরাসন্ধ প্রভৃতি দ্বাপরে রাজা ছিলেন এবং দ্বাপরের অবতার সকলের বর্ণনা করিতে গিয়া উক্ত পঞ্জিকাসকলে লেখা হয়, "তত্রাবতারৌ বলরামবুদ্ধৌ"। তদ্দৃষ্টে কেহ কেহ ভ্রমে পতিত হইতে পারেন। পরন্তু বর্তমান ঐতিহাসিকগণ অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল এই কলিযুগের মধ্যে হওয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সকল পঞ্জিকার উক্তি যে একান্ত অলীক তৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কি নিমিত্ত ঐ বাঙ্গালা পঞ্জিকায়

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মশেষকল্যাণগুণৈকরাশিম্।
বৃহাঙ্গিনং ব্রহ্ম পরং বরেণ্যং
ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্ ।। ৪ ।।

শ্রীকৃষ্ণের নাম পর্যন্ত অবতার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয় নাই এবং বুদ্ধদেবকেও দ্বাপরের অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া কলির অবতার বর্ণনা স্থানে কেবল কল্কির নাম উল্লেখ এই সকল পঞ্জিকায় করা হয় তাহার তথ্য অবধারণ করা এই গ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক। বস্তুতঃ রাজতরঙ্গিণীর বিচার-প্রণালী নির্দোষ, তদ্দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব বাদিসম্মত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। পূর্বোদ্ধৃত মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত ও বরাহ প্রভৃতি পুরাণের বর্ণনাযায়ী প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও স্পষ্টভাবেই আছে, যথা ঃ—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।

১০ম স্কন্ধ, ৮ম অঃ, ১৩শ শ্লোক।

অস্যার্থ ঃ— (গর্গাচার্য বলিতেছেন, হে নন্দ!) তোমার অপর পুত্রটি ক্রমে শ্বেত, রক্ত ও পীত এই বর্ণত্রয় অবলম্বন করিয়া দেহধারণ করিয়া ছিলেন, এক্ষণে তিনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব ইহার এক্ষণে কৃষ্ণ নাম হইল। অর্থাৎসত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে পীতবর্ণ তিনি ধারণ করিয়াছিলেন; (এই সকল অতীত কালের কথা) এক্ষণে অর্থাৎ কলিতে তিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। অকএব তাঁহার নাম কৃষ্ণ হইল।

অন্যন্য পুরাণের সহিত একবাক্যতা স্থাপন করিলে এই শ্লোকের অন্য কোন প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে না। এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণটি পূর্বোদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের উল্লিখিত গর্গাচার্যের উক্তির সহিত ঠিক এক; অতএব উভয়স্থলেই (বক্তা গর্গাচার্য এবং গ্রন্থকার বেদব্যাস এবং প্রসঙ্গও এক হওয়ায়), ঐ চরণের অর্থ একই ধরিয়া লওয়া উচিৎ।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে পুনরায় বিশেষরূপে ভাগবতকার বলিতেছেন যে, বিদেহপতি নিমি রাজা সমবেত ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ —

কস্মিন কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্।। ১৯ ।।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা
বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্।
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা

এই শ্লোকের কথায় কথায় অনুবাদ এইরূপ ঃ— কোন্ কালে ভগবান কি প্রকার রূপ ও বর্ণ ধারণ করেন এবং মনুষ্যসকল কি নামে, কি প্রকারে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তাহা বর্ণনা করুন।

প্রশ্নের ভাষাদ্বারা বিচার করিতে হইলে এই প্রশ্ন যে কোন বিশেষ মহাযুগকে লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় না; ইহা সাধারণ ভাবের প্রশ্ন—ভগবান্ কোন্ যুগে কি প্রকার বর্ণ ও রূপ ধারণ করেন ও কিরূপে পূজিত হয়েন? পরন্তু কেহ কেহ বলেন যে, নিমি রাজা যে সাধারণ যুগাবতার বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন ইহা মনে করা যাইতে পারে না। অতএব বর্তমান বিশেষ মহাযুগের সম্বন্ধেই বিশেষ প্রশ্ন করিয়াছেন ইহা বুঝা উচিত। কিন্তু নিমি রাজা নিজের বিশেষ মহাযুগের কথা জানিতেন না কিন্তু অপর সকল মহাযুগের ও মন্বন্তরের কথা জানিতেন, এরূপ মনে করিবার সঙ্গত হেতু কি হইতে পারে, তাহা বোধগম্য করা কঠিন, সাধারণতঃ লোকে বর্তমান কালের কথাই অধিক জানে, যুগান্তরের সম্বন্ধে বরং অজ্ঞ হয়। আর সাধারণ নিযম জানা থাকিয়া, বর্তমান যুগে যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে ইহাও অবশ্য জানা থাকিলেই বর্তমান যুগকে বিশেষিত করিয়া ইহাতে কি বিশেষ অবস্থা হইবে, তদ্বিষয়ক প্রশ্ন করিবার কারণ হইত। পরন্তু বর্তমান যুগে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে ইহা তিনি পূর্বে জানিয়া থাকিলে সে ব্যতিক্রম কিরূপ হইবে তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, ইহা মনে করিবারও বিশেষ কোন কারণ লক্ষিত হয় না। যাহা হউক, এইরূপই স্বীকার করিয়া লইলেও বরং ইহাই স্বাভাবিক অনুমান হয় যে, তাঁহার প্রশ্নের ভাষা তিনি এমন ভাবে গঠিত করিতেন, যাহাতে সাধারণ কালবিষয়ক প্রশ্ন না বুঝাইয়া বিশেষরূপে এই মহাযুগকে তিনি লক্ষ্য করিতেছেন এইরূপ বোধগম্য হয়। পরন্তু তিনি তদ্রূপ না করাতে সাধারণ কাল সম্বন্ধেই প্রশ্ন থাকা নির্ণীত হয়। বস্তুতঃ নিজের কল্পনা যোগ না করিয়া শ্লোকের ভাষায় অনুরূপই অর্থ করা সঙ্গত। নতুবা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কল্পনার প্রভেদমূলে গ্রন্থকার ঋষির অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়া কেবল কল্পনার সিদ্ধান্ত সকল স্থাপিত হইতে পারে।

নিমিরাজের এই প্রশ্নের উত্তরে করভাজন বলিতেছেন ঃ—

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। ইত্যাদি।। ২০।।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্ ।। ৫ ।।

অস্যার্থ ঃ— যিনি স্বভাবতঃ সর্বপ্রকার দোষবর্জিত, যাঁহাতে অশেষ প্রকার কল্যাণজনক গুণ সমুদয় বিদ্যমান আছে, (মহা বিরাটাদি) চতুর্বিধ ব্যূহ যাঁহার

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। ইত্যাদি।। ২২।।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। ইত্যাদি ।। ২৫।।

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু ।। ৩১।।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈ যজন্তি হি সুমেধসঃ ।। ৩২ ।।

অস্যার্থ ঃ— সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ হয়েন। তাঁহার পরিধেয় বল্কল এবং মস্তকে জটাভার থাকে। ইত্যাদি ।। ২০ ।।
ত্রেতাযুগে তিনি ত্রিগুণিত মেখলাযুক্ত হইয়া রক্তবর্ণ মূর্তি ধারণ করেন।ইত্যাদি ।।২২।।

দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ হয়েন এবং পীতাম্বর পরিধান করিয়া চক্রাদি নিজ আয়ুধসকল ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়েন ।। ২৫ ।।

হে পৃথিবীপতে! দ্বাপরের লোকেরা এইরূপে জগদীশ্বরের স্তুতি করেন। কলিতেও নানাতন্ত্রবিধানানুসারে যেরূপে তিনি (পূজিত) হয়েন, তাহা শ্রবণ কর ।। ৩১ ।।
সুবুদ্ধি পুরুষগণ তখন কৃষ্ণবর্ণ অথচ কান্তিতে অকৃষ্ণ (অতি উজ্জ্বল তেজবিশিষ্ট), তাঁহাকে অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদের সহিত রূপগুণ কীর্তন (বর্ণনা) বহুল স্তুতিদ্বারা (সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈঃ) আরাধনা করিয়া থাকেন ।। ৩২ ।।
পূর্বোক্ত ২০ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইল যে, ভগবান্ সত্যে শুক্লবর্ণ হয়েন; ২২ শ্লোকে বলা হইল যে, তিনি ত্রেতায় রক্তবর্ণ হয়েন; ৩১, ৩২ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইল যে, কলিতে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অঙ্গ, যিনি সকলের বরেণ্য পরব্রহ্ম, যাঁহার নেত্র কমলের ন্যায়, সেই কৃষ্ণরূপ হরিকে ধ্যান করি ।। ৪ ।।

ইহার বামাঙ্গে প্রসন্নবদনা বৃষভানুসুতা বিরাজমানা আছেন, ইনি শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ সৌন্দর্য্যাদি গুণবিশিষ্টা, এবং সহস্র সখী ইহার সেবায় সদা নিযুক্ত আছে,

---

উজ্জ্বল তেজবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণরূপে তিনি দৃষ্ট হয়েন। ২৫ শ্লোকে তাঁহার দ্বাপরের বর্ণ-বর্ণনায় গ্রন্থকার 'শ্যাম' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই শ্যাম শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ; পরন্তু পূর্বোদ্ধৃত সমস্ত পুরাণ ও ইতিহাস এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতেরও শ্লোকে (১০ম স্কন্ধ, ৮ম অঃ ৯ম শ্লোকে) দ্বাপর যুগে ভগবানের পীতবর্ণ থাকা বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এইস্থানে ভগবানের দ্বাপরযুগের বর্ণ বর্ণনায় যে 'শ্যাম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে না। ইহা পীত বর্ণকেই বুঝায় স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ব্যাখায় বলিয়াছেন "শ্যামঃ অতসীকুসুমসংকাশ" অর্থাৎ শ্লোকোক্ত "শ্যাম" শব্দের অর্থ অতসী পুষ্পের বর্ণ। অতসী পুষ্প যে পীতবর্ণ তাহা বঙ্গদেশের বহুস্থানে এই পুষ্প বর্তমান থাকাতে অধিকাংশ বঙ্গবাসী অবগত আছেন। শ্রীদুর্গাদেবী পীতবর্ণা ইহা সর্ববাদিসম্মত। তাঁহার ধ্যানে তাঁহাকে "অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্" বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব অন্ততঃ এক প্রকার অতসীপুষ্পের পীতবর্ণ থাকা বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এই পুষ্প একপ্রকার সন্‌জাতীয় বৃক্ষের পুষ্প, ইহা ব্রজমণ্ডলেও অনেকস্থানে আছে। ব্রজবাসিগণ ইহাকে "সন্‌বীজা" বলিয়া থাকেন। আর একপ্রকার সন্ বৃক্ষ আছে, তাহাও দেখিতে ইহারই সদৃশ, তাহাকে ব্রজবাসিগণ "ফুল্‌সন্" বলেন ; ইহারও পুষ্প একই প্রকারের পীতবর্ণ থাকা অনেকস্থলে দৃষ্ট হয়; ব্রজে নানাস্থানে ইহা আছে। নীল ও কৃষ্ণবর্ণের অতসীপুষ্পও আছে বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু পূর্বাপর বাক্য সকলের বিচার দ্বারা এই স্থলে পীতবর্ণ অতসীপুষ্পই লক্ষীকৃত হওয়া সিদ্ধ হয়।

অভিধানে শ্যাম শব্দের এক অর্থ কৃষ্ণবর্ণ অপর হরিদ্বর্ণ লেখা আছে। 'হরিৎ' শব্দের অর্থ বিচার করিতে গিয়া দেখা যায় যে, অভিধানে হরিৎ শব্দের একটি অর্থ হরিদ্রা লেখা আছে এবং শ্যামা শব্দেরও এক অর্থ হরিদ্রা থাকা অভিধানে স্পষ্টরূপে উক্ত আছে! পরন্তু হরিৎ শব্দের মুখ্য অর্থ নীল পীত মিশ্রিত বর্ণ বলিয়া অভিধানে উল্লিখিত আছে। অতএব শ্যাম শব্দেও এই মিশ্রিত বর্ণ বুঝায়। পরন্তু এই মিশ্রিত বর্ণ বলিতে সাধারণতঃ সবুজবর্ণকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু দৃষ্টতঃ পীত ও নীল এই উভয় অর্থেই শ্যাম শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রীয় গ্রন্থে থাকা দৃষ্ট হয়। যথা, "নবদূর্বাদলশ্যামঃ" (নূতন অঙ্কুরিত দূর্বাদলের ন্যায় শ্যাম)।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এক প্রকার সর্বাভীষ্ট প্রদায়িনী দেবীকে ধ্যান করি ।। ৫ ।।

শ্রীনিম্বার্ক স্বামীর উপদেশ অনুসারে নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই যুগল উপাসনাই করিয়া থাকেন। উপরে যাহা লিখিত হইল, তদ্বারা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের পরিচয় যথেষ্ট হইবে। আর অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। ইতি ঃ-

---

শ্রীধর স্বামীও করিয়াছেন।

যাঁহারা পূর্বোক্ত শ্যাম শব্দের কৃষ্ণবর্ণ অর্থ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পূর্বোক্ত ৩২ শ্লোকে যে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" পদগুলি আছে, তাহারও অর্থ অন্যপ্রকার করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ঐ সকল শব্দের অর্থ এই যে, বস্তুতঃ দৃষ্টতঃ পীতবর্ণ, কিন্তু অন্তরে লুক্কায়িত ভাবে অদৃশ্যরূপে কৃষ্ণবর্ণ। পরন্তু এইরূপ কাল্পনিক অর্থ এই শ্লোকোক্ত পদের করা কদাপি সঙ্গত হয় না। শ্লোকটিতে পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে যে, কলির ভক্তগণ ভগবানকে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু কেবল কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' বলিয়া বর্ণনা করেন। অতএব তাঁহার শরীরের বর্ণ কৃষ্ণই কেবল কান্তিতে ইহা "অকৃষ্ণ" (ত্বিষাকৃষ্ণ)। শ্রীধর স্বামী এই সকল শব্দের এবং ঐ শ্লোকের ব্যাখা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ—

রক্ষতাং ব্যবর্তয়তি ত্বিষা কান্ত্যাহকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলম্। যথা কৃষ্ণাবতারম্; অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি। ('অঙ্গানি'=হৃদয়াদীনি; "উপাঙ্গানি"=কৌস্তভাদীনি, 'অস্ত্রাণি'=সুদর্শানাদীনি; "পার্ষদাঃ'=সুনন্দাদয়ঃ, তৎসহিতং যজ্ঞৈরর্চনৈঃ, সংকীর্তনম্=নামোচ্চারণং স্তুতিশ্চ, তৎপ্রধানৈঃ। সুমেধসঃ—বিবেকিনঃ ।। ২৯।।

অস্যার্থ ঃ— "কৃষ্ণবর্ণ" শব্দ রূক্ষতাজ্ঞাপক, কৃষ্ণবর্ণচ্ছ হইলেও ভগবানের রূপ যে রূক্ষ (কঠোর) নহে তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ত্বিষা (=কান্তিতে) অকৃষ্ণ অর্থাৎ উজ্জ্বল (ইন্দ্রনীলমণিবৎ) এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। অথবা (ত্বিষা+অকৃষ্ণৎ=ত্বিষাকৃষ্ণম্ এইরূপ ভাব গ্রহণ না করিয়া) ত্বিষা+কৃষ্ণম্—ত্বিষাকৃষ্ণম—কৃষ্ণাবতারম্ এইরূপ ভাব গ্রহণ (অর্থাৎ মৎস্য-কুর্মাদি অন্যান্য অবতারের রূপ ভগবদ্রূপের সদৃশ ছিল না; কিন্তু কলিকাল প্রাপ্ত হইলে তাঁহার যে রূপ হয়, দেখিতে ঠিক তাঁহার সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ছিল। অতএব অবতাররূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার। শ্রীকৃষ্ণের রূপের সহিত শ্রীহরির নিজরূপের যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল, তাহা মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্বের ৪র্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেও উল্লিখিত আছে; যথা ঃ— "তেনৈব দৃষ্টপূর্বেণ সাদৃশ্যেনৈব সূচিতম্।" ইত্যাদি অর্থাৎ মর্ত্ত্যলোকে পূর্বদৃষ্টি অবতাররূপের সহিত বৈকুণ্ঠস্বরূপের সাদৃশ্যে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দূর্বাদল নুতন অঙ্কুরিত হইবার সময় মৃদু পীতবর্ণ থাকে। অতএব এইস্থলে শ্যাম শব্দের অর্থ পীত। পক্ষান্তরে "নীলোৎপলশ্যামঃ" (নীলপদ্মের মত শ্যাম); এইস্থলে শ্যাম শব্দের অর্থ নীল। এবঞ্চ নীল, পীত, সবুজ এবং কৃষ্ণ এতৎ সমস্ত হইতে ভিন্ন অথচ অভিধানে কোনপ্রকার ধৃত হয় নাই এমন অর্থেও শ্যাম শব্দের প্রয়োগ হওয়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শ্রীসূর্যদেব কখনও কৃষ্ণবর্ণ বা সবুজবর্ণ হয়েন না। তাঁহাকে সাধারণতঃ জবাকুসুমসঙ্কাশং বলিয়া প্রণাম করা হয়। ব্রহ্মপুরাণে তাঁহার (মাঘমাসে) পূজাবর্ণনায় তাঁহাকে রক্তবর্ণ ("রক্তম্") ও ঘনসিন্দুরবর্ণ ("সান্দ্রসিন্দূরসন্নিভম্") বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। (ব্রহ্মপুরাণ, ২৮শ অধ্যায়, ৩০/৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। পরন্তু মনুষ্যের শরীরের বর্ণ যেমন শীতকালে কিছু মলিন হয়, গ্রীষ্মকালে কিছু উজ্জ্বল হয়, তদ্রূপ সূর্যদেবও বসন্ত ঋতুতে কপিলবর্ণ, গ্রীষ্মে কাঞ্চনবর্ণ, বর্ষায় শ্বেতবর্ণ, শরতে পাণ্ডুবর্ণ, হেমন্তে তাম্রবর্ণ এবং শীতকালে লোহিতবর্ণ হয়েন; (কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ বা সবুজবর্ণ কখনই হয়েন না) ঃ—

বসন্তে কপিলঃ সূর্যো গ্রীষ্মে কাঞ্চনসন্নিভঃ।
শ্বেতো বর্ষাসু বর্ণেন পাণ্ডুঃ শরদি ভাস্বরঃ ।। ১২ ।।
হেমন্তে তাম্রবর্ণাভঃ শিশিরে লোহিত রবিঃ।
ইতি বর্ণাঃ সমাখ্যাতাঃ সূর্যস্য ঋতুসম্ভবাঃ ।। ১৩ ।।
(ব্রহ্মপুরাণ, ৩১ অধ্যায়)

কিন্তু সূর্যদেবের বর্ণকেও শ্যাম শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে, যথা ব্রহ্মপুরাণের ছষ্ঠ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে উক্ত আছে ঃ—

শ্যামবর্ণন্তু তদ্রূপং সংজ্ঞা দৃষ্ট্বা বিবস্বতঃ।
অসহন্তী তু স্বাং ছায়াং সবর্ণাং নির্মমে ততঃ।।

অস্যার্থ ঃঃ সংজ্ঞা (আদিত্যের পত্নী) সূর্যদেবের সেই শ্যামবর্ণরূপ দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া নিজের সমানবর্ণা (অথবা সবর্ণা নাম্নী) এক ছায়ামূর্তি নির্মাণ করিলেন।

বস্তুতঃ শ্যাম শব্দের আভিধানিক একটি অর্থ "হরিৎ" শব্দে যখন হরিদ্রাও বুঝায়, তখন শ্যাম শব্দের পীত অর্থে প্রয়োগ বিষয়ে কোন বিশেষ আপত্তির স্থল দৃষ্ট হয় না। এবঞ্চ শ্যাম শব্দের আভিধানিক মুখ্যার্থ নীল ও পীত মিশ্রিত বর্ণ হওয়াতে এই বিমিশ্রণে নীলের অংশ অতি অল্প হইলে মিশ্রিত বর্ণটি নীলই হইবে। এইরূপ বিচার দ্বারাও শ্যাম শব্দের ঈষৎ মৃদুপীত অর্থে প্রয়োগ কোনপ্রকারে দোষাবহ হয় না।

এতএব নিরপেক্ষবিচারে সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের সহিত একবাক্যতা রক্ষা করিয়া পূর্বোক্ত ২৫ শ্লোকের উল্লিখিত শ্যাম শব্দের পীতবর্ণ অর্থ করাই সঙ্গত বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য। ইহাই

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দৃষ্টে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় করিলেন।

বস্তুতঃ শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ রূপই যে ক্রমান্বয়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ভগবান্ ধারণ করেন, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কলিকালেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হয়েন এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় না হইলে বর্তমান কলিতে পীতবর্ণ ছিলেন এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় হইলে কৃষ্ণবর্ণ শব্দ উল্লেখ করিয়া "ত্বিষাকৃষ্ণঃ" (অর্থাৎ কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ নহেন) এতন্মাত্র বলিবার কোন তাৎপর্য থাকা ভাগবতগ্রন্থ পাঠে বোধগম্য হয় না। পীতবর্ণ শব্দ অন্যত্র স্পষ্টভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, এই স্থলেও পীতবর্ণ শব্দই ব্যবহার করিতেন। আর "অকৃষ্ণ" শব্দে "কৃষ্ণ নহে" এইমাত্র বুঝায়, তাহা যে পীতই হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব "অকৃষ্ণ' শব্দে সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণের ন্যায় রূক্ষ নহে, পরন্তু ইন্দ্রনীলমণিবৎ, কৃষ্ণকায় হইয়াও উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত, এই রূপ অর্থ যে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন, ইহাই সমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। মহাভারতের অনুশাসনপর্বের ১৪৭ অধ্যায়ে উক্ত আছে যে, ঋষিদিগের প্রশ্নের উত্তরে বাসুদেবের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া মহাদেব প্রথমেই বলিয়াছেন ঃ-

পিতামহাদপি বরঃ শাশ্বতঃ পুরুষো হরিঃ।
কৃষ্ণো জাম্বুনদাভাসো ব্যভ্রে সূর্য ইবোদিতঃ ।। ২ ।।

এই শ্লোকের বঙ্গবাসীর অনুবাদ এইরূপ আছে, যথা ঃ- শাশ্বত পুরুষ হরি পিতামহ ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ; অভ্রশূন্য অম্বরে উদিত দিবাকরের ন্যায়, তিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও সুবর্ণসদৃশ প্রতিভাশালী। এই বর্ণনা "ত্বিষা কৃষ্ণম পদের শ্রীধরস্বামী কৃত ব্যাখার ঠিক অনুরূপ। এইস্থলে পূর্বোদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৩ অধ্যায়ের ৫৬ সংখ্যক শ্লোকও দ্রষ্টব্য। তাহাতে আছে "কৃষ্ণবর্ণ ঃ কলৌ শ্রীমান্ তেজসাং রাশিরেব চ"। পূর্বোক্ত "ত্বিষাকৃষ্ণঃ" আর এই "তেজাসাং রাশিরেব চ" যে একই অর্থজ্ঞাপক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ এই অর্থে অপরাপর পুরাণ ও মহাভারতের এবং শ্রীমদ্ভাগবতেরও অপরাপর স্থানের বর্ণনার সহিত এই শ্লোকের একবাক্যতা স্থাপিত হয়। অতএব প্রচলিত সকল শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ যে কলিযুগের অবতার ও উপাস্য ইহা নিশ্চিত হয়।

॥ সমাপ্ত ॥

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ শুদ্ধি তালিকা

পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ শব্দ/অনুচ্ছেদ
১ নং	২, ৭	নিম্নে, দুগ্ধ
৫ নং	৭,১১	মন্ত্রের শাপ, লাগিলাম
৬ নং	১৭,২২	তাহাতে, এক্ষণে
৭ নং	৫, ১৪	ইন্‌কা, আমার মাতার আমার প্রতি অতিশয় মোহ ছিল সুতরাং তিনি অতিশয় রোদন করিতে
১০ নং	১৭	প্রসন্নই
১২ নং	৫	অন্যূন
১৩ নং	১২	বলিতেন
১৪ নং	২৪	সমাধ
১৫ নং	৫	শহরের
২০ নং	১২,১৬,১৯,২০,২০	চেতন, বস্ত্রের, দিক্, দিক্, দিক্
২৪ নং	১,৯	হয়েন, লইয়াছিস্”
২৫ নং	২২	অবাক্
২৬ নং	১৯	করিয়াছিস্
২৭ নং	৯-১১	তোর গুরু দ্বারকা দর্শন করিতে গিয়াছেন, দাদা গুরু গিয়াছেন, পর দাদা গুরু গিয়াছেন, আর তুই এমনি জ্ঞানী হইয়াছিস্, যে বলিতেছিস তোর কোন তীর্থ দর্শনের প্রয়োজন নাই।
৩৫ নং	২০	ভগবান্‌দাস
৩৬ নং	৪,৫	কূয়া, কূয়ার
৩৮ নং	২০	তিন

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ শব্দ/অনুচ্ছেদ
৩৯ নং	৭,৮,১১	গরীব, স্ত্রীলোকটি, স্ত্রীলোককে
৩৯ নং	২০-২৩	বলিলেন, "গরীব দাস! তু হিঁয়াসে জেরা হট্ যা, হম্ এই রাঁড়কো সাধুকা কেরামত কুচ্ছ দেখায় দেয়েঙ্গে ইয়ে সাধুকা সত্ব খিঁচ লেনে মাংতা হ্যায়। ইস্‌কো দেখায় দেয়েঙ্গে সাধুকা সাত রমণ কেয়সা হোতা হ্যায়; এক ঘন্টা ভরকা বিচমে ইস্‌কে জান হম্ খিঁচ লেয়েঙ্গে যব ইস্‌কো মালুম পড়েগা সাধুকা সামর্থ্য কেয়সা হোতা হ্যায়।" এই বলিয়া ঐ স্ত্রীলোককে বলিলেন,
৪০ নং	১৭	পালওয়ান
৪০ নং	১৬-১৮	ইহার পরদিবস বৃন্দাবনের গৌতম ব্রাহ্মণ ছন্নু সিং (যিনি বড় পালওয়ান ছিলেন, এবং সর্বদাই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া গাজা খাইতেন এবং নানারূপ গল্প সল্প করিতেন তিনি) আসিয়া শ্রী যুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট বসিয়া গল্প সল্প
৪১ নং	১৫,২৪	চতুর্দ্দিকে, বর্ষকাল
৪৫ নং	১৪	একজন
৪৬ নং	১,২৩,২৫	সেই, হো, চিলমে
৪৬ নং	৮	আপনি যদি আসিয়া সাধুদিগের নাম রক্ষা করেন তবেই মান থাকে।" তিনি বলিলেন,
৪৭ নং	১৬-১৭	না; তাঁহারা মেলার বাহিরে একত্রিত হইতে লাগিলেন, প্রায় ষষ্টি সহস্র সাধু একত্রিত হইলেন কিন্তু সন্নাসীদের সংখ্যা তদাপেক্ষা অধিক ছিল এবং রাজার আনুকূল্য লাভ করিয়া তাহারা অতিশয়

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ শব্দ/অনুচ্ছেদ
৫২ নং	৫	কুচ্
৫৪ নং	৮	ব্রজমন্ডল
৫৫ নং	৯	ব্রজবাসী
৫৬ নং	৮,১০	কন্টকের, দয়ার্দ্র
৫৯ নং	২৫	কাঠ চেলা করিতেন, শ্রী যুক্ত বাবাজী মহারাজের পদসেবা করিতেন, এবং
৬৪ নং	২৫	তিনি এই কুম্ভের মেলায় প্রায় ৪/৫ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহন করিয়াছিলেন এবং আমার যাইবার পূর্বাবধি শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে বাস করিতেছিলেন। আমি ও হরিনারায়ন বাবু সেই সময় গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম, ঠিক
৬৬ নং	৮	ভগবান
৭১ নং	২৩, ২৩	তেরি, বহিনীকি
৭২ নং	১১	তক্তপোষ
৭৩ নং	৪	তাঁহার
৭৪ নং	৫	যোগৈশ্বর্য ও
৮০ নং	১৮	তাঁহার
৮২ নং	৮	নাম্নী
৮৩ নং	১২-১৩	দ্বারা বেষ্টিত এক সমতল উপত্যকায় থাকিয়া অতি কঠোর সাধন অবলম্বন করেন। ঐ উপত্যকার নাম 'কদম খণ্ডী'। নাগাজীর সময় হইতে ইহা 'নাগাজীর কদম খণ্ডী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই কদম খণ্ডীতে বহু

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ শব্দ/অনুচ্ছেদ
৮৭ নং	২২-২৩	নাগাজী মহারাজ ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধমনোরথ হয়েন, সেই কদম খণ্ডী এইক্ষণে নাগাজীর কদমখণ্ডী নামে বিখ্যাত। শ্রীমন্ নাগাজী মহারাজ মানবলীলা সম্বরণ করিলে এই স্থানেই
৮৮ নং	৮, ২৫	এই স্থানে, সিদ্ধাই,
৯০ নং	১৩	করিতে
৯১ নং	২২	কুব্যবহারে
৯২ নং	১১	তাঁহারা
৯৪ নং	১৩	তাঁহারা
৯৬ নং	২০	আড়বন্ধ
৯৭ নং	২০-২১	হামারা আড়বন্ধ্কা ভিতর বহোত আসর্ফি হ্যায়। হামকো মারকের ওয়ে সব আসরফি লে লেয়েগা। আব্ আড়বন্ধ্ কাট্ গিয়া, ওস্কা ভ্রম বি মিট গিয়া। বাকী তোমারি মর্জি হোয় তো ইসকো অবহি নিকাল দেও।"
৯৮ নং	১, ১১	ধুনীর, রুচি
৯৯ নং	৪	যিস্কো
৯৯ নং	১-৩	ধরিয়া অদ্য কেবল ধূমই পান করিতেছ, কিন্তু তোমার নেত্রের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য আমি দেখিতেছি না কেন? অপর সাধু যাহারা দুই চার চিলম মাত্র তোমার সঙ্গে খাইয়াছে তাহাদের সকলেরই নেত্র আরক্তিম হইয়া ঢুলু ঢুলু করিতেছে, কিন্তু তোমার নেত্রদ্বয় প্রাতে যেরূপ ছিল, এত ধূমপানের পর এখনও তদ্রূপই আছে !! তোমার কি নেশা হয় না?" শ্রীযুক্ত বাবাজী

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ শব্দ/অনুচ্ছেদ
১০০ নং	২২, ২৫	ঠাকুরজীর, লুণ্ঠিত
১০৩ নং	১, ২০	দুঃখিতান্তঃকরণে,কিনা
১০৪ নং	৮	যাত্রীক
১০৪ নং	২৩-২৫	কথোপকথনের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজে পরমহংস বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আহারাদি বিষয়ে কোন নিয়ম পালন করিতেন না। তিনি অভয়বাবুর ঐ প্রশ্ন শুনিয়া বড় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন বাহাঃ ইনিও দ্বিতীয় অর্জুনের মত প্রশ্ন করিয়াছেন তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "বাবা! হাম্‌কো তো ইসিনে রাম
১০৬ নং	৯	সমীপবর্তী
১০৭ নং	১৬	করিল
১০৮ নং	৭,২১,২৫	করযোড়ে, অবশেষে, সর্বদা
১১১ নং	১০	অস্তিত্বে
১১৯ নং	১	শ্রীযুক্ত
১২৪ নং	২৩	পন্ডিতজী
১২৫ নং	৫	পন্ডিতজী
১২৮ নং	১০, ২৪	অভিপ্রায়ে, আমার
১২৯ নং	১৭	করিয়া
১৩০ নং	১৬	আছি
১৩১ নং	৭	ডাকোরজী।'
১৩৬ নং	২১	ত্যক্বা
১৩৭ নং	২, ২৩	যাইতেছে , সাধুস্থান
১৪১ নং	২৪	তূষ্ণীম্ভাবে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ শব্দ/অনুচ্ছেদ
১৪২ নং	১১	তাহাকে
১৪২ নং	১-৩	কথোপকথন করিতে থাকিতেন। এক দিবস শ্রীযুক্ত অভয়বাবু গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট যান কিন্তু কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, কোন আলাপ প্রসঙ্গ করেন না কেন? তাহাতে গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন, 'আমি তাহার সহিত আলাপ করিয়া থাকি; তিনি ভিতরে
১৪৩ নং	১৭, ১৯	দোস্‌রা দুসরা
১৫৩ নং	৮, ১৪	ব্রহ্মচারীব্রতে, প্রশ্ন
১৫৪ নং	২১, ২৬	"প্রকৃতির্যা, এতদুভয়ই
১৫৪ নং	৬-৭	আশ্রমস্থ বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের উপর আহরণ পূর্বক তদুপরি আকাশে শ্রী ভগবানের সুদর্শন চক্র আহ্বান করিয়া স্থাপিত করেন এবং সেই চক্র সূর্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত হইয়া অতিথি যতিগণের নিকট সূর্য বলিয়া প্রতিভাত
১৫৬ নং	৩,১৫,১৭,২০	বিষ্ণোঃ, বিশ্ব, বিষ্ণুর, হে
১৫৭ নং	১৬	ব্রহ্মের
১৫৮ নং	১,১৫,১৫,১৬,১৭	এষাং, মূর্তিকে, দৃঢ়ীভূত, তাবৎকাল, তদ্রূপ
১৫৯ নং	১০,১৬,১৯	শ্রীমদ্ভাগবত, প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা, বিত্তেষ্বাত্মনি
১৬১ নং	৯	নরেষ্বভীক্ষ্ণং
১৬২ নং	২	যাহারা
১৬৩ নং	৫,৫,৬,৮	মদর্যেষ্বঙ্গচেষ্টা, চ, সর্বকামবিবর্জনম্, মদ্ব্রতং
১৬৪ নং	১৮,২০,২১	গুণেষ্বসক্তধীরীশো, গুণস্তভয়বর্জিতঃ, (স্থিরতা)
১৬৫ নং	২২	নিমিত্ত

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ শব্দ/অনুচ্ছেদ
১৬৬ নং	২৬	শক্তি
১৬৮ নং	৫, ২০	স্নেহাদ যুয়ং, মত
১৬৯ নং	৯,১২,১৩	যথা, সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ, পতিপুত্রাদি
১৭০ নং	১৭	ভূতেষ্বাত্মাত্মনা
১৭১ নং	২,২১,২২,২৩,২৮	কর্ম, ১০ম স্কন্ধের, দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ, ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ, ব্রজাঙ্গ-
১৭২ নং	১১	হিতজনক
১৭৩ নং	৭,৮,১৩,১৪,১৭, ১৭,১৯	বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা, রাগদ্বেষৌ, লঘ্বাশী, ফল্গুস্মি, তত্ত্বতো সর্ব্বকর্মফলত্যাগরূপ, সর্ববিধ, নৈষ্কর্মসিদ্ধি
১৭৪ নং	৯,১৬,২০	সর্বদা, ভক্তিপূর্বক, বৈষ্ণবগণ
১৭৫ নং	৮	ভগবান্
১৭৬ নং	৬,১৩,২১	দৈন্যাদিযুজি, যুগং, ধর্মঃ
১৭৮ নং	২,১৭,২৪	ইঁহার, কংসহেতোর্মথুরায়াং, বলদেব
১৭৯ নং	৫,১০,১৮,২১,২৪	আনৃণং, গদাঘাতে, রক্তস্তথা, রাশিরেবচ, হে বল্লব!
১৮০ নং	১৬,১৬	পীতরুপশ্চ, স্বর্ণগর্ভো
১৮১ নং	১৪,১৯,২০	অস্ত, আবির্ভূত, হইবেন,
১৮১ নং	১-৪	শ্লোক পর্যন্ত আর শ্রীমদ্ভগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের যে সকল শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তন্মধ্যে ৬৪/৬৫ এবং ৪৬ হইতে ৫৩ শ্লোক পর্যন্ত সাধন রূপিকা অপরাভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, এবং ৫৪/৫৫ শ্লোকে উত্তমা পরাভক্তি বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উপাস্য হইলেও নিম্বার্ক বৈষ্ণবগণ তাঁহার সশক্তিক উপাসনাকে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ শব্দ/অনুচ্ছেদ
		সমাধিক ফলপ্রদ বলিয়া গ্রহণ করেন। ভগবানের পুরুষ মূর্তিও তদ্রূপ প্রধানা; শ্রীরাধিকা
১৮৩ নং	১,৮	নিবৃত্তি, "অভিভব করিতে"।
১৮৪ নং	১৪	১২৬৬।
১৮৬ নং	৩,২৫	সখীসহস্রৈঃ, শুক্লশ্চর্তুবার্হজটিলো
১৮৭ নং	১৯	(সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈঃ)
১৯০ নং	১৩	ভাস্করঃ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত